রোগ জনিত দুর্ব্বলতার অবস্থায় একদা আমি বাহ্য-ত্যাগে যাইতে ছিলাম ; এই প্রয়োজনে তখনও আমরা প্রাচীনকালের প্রথায় রাত্রি বেলায় জনশূন্য এলাকায় যাইয়া থাকিতাম। ঘর-বাড়ীর সংলগ্নে পায়খানাকে ঘৃণা করা হইত। যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে আমার জ্ঞাতি মেছতাহ (রাঃ) ছাহাবীর মাতা ছিলেন। প্রয়োজন সমাপ্তে আমি মেছতাহের মাতার সহিত গৃহপানে আসিতে ছিলাম ; তিনি তাঁহার পরিধেয় কাপড়ে পেঁচ লাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, মেছতাহের সর্ব্বনাশ হউক। আমি বলিলাম, আপনি কী খারাব কথা বলিলেন, বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন লোককে আপনি মন্দ বলিলেন! তিনি বলিলেন, আপনি ত সোজা মানুষ; মেছতাহ যেই কথায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে উহার খবর ত আপনি রাখেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই কথাটা কি ? তিনি আমাকে অপবাদকারীদের সমস্ত কথা অবগত করিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই সংবাদ শুনা মাত্র আমার রোগ বহুগুণে বাড়িয়া গেল। আমি তথা হইতে গৃহে পৌছিলাম, ঐ সময়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও গৃহে আসিলেন এবং (ঐ সময়ের মনোভাব জনিত রীতিতে) সালামান্তে বলিলেন, তোমাদের ঐ রুগীণীর অবস্থা কিরূপ ? আমি নবী (দঃ)কে বলিলাম, আমাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিবেন কি ? আমার ইচ্ছা—মাতা-পিতার নিকট হইতে ঘটনার বাস্তবতা অবগত হইব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। পিত্রালয়ে আসিয়া আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা ! লোকেরা আমার সম্পর্কে কি বলিয়া থাকে ? মাতা আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৎসে ! এই ঘটনাকে অতি সাধারণভাবে গ্রহণ কর। কোন সুন্দরী নারী স্বামীর নিকট প্রিয়পাত্র—তাহার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে শত মিথ্যা গড়াইয়া থাকেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি অনুতাপ-দগ্ধস্বরে বলিলাম, ছোবহানাল্লাহ ! লোকেরা কি আমার নামে এই সব অপবাদ বলিয়া ফেলিয়াছে ? আমি সারা রাত্র কাঁদিয়া কাটাইলাম ; রাত্র ভোর হইয়া গেল আমার অশ্রুর বিরতি নাই এবং চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। পরবর্ত্তী রাত্রও কাঁদা অবস্থায়ই কাটিল।

ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার এই ব্যাপারে) কোন ওহী প্রাপ্ত না হওয়ায় আলী (রাঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন ; তাঁহাদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং আমাকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিবেন। উসামা (রাঃ) আমার পবিত্রতা সম্পর্কে যাহা জানিতেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে

যে বিশ্বাস ছিল তাহা অনুপাতেই তিনি বলিলেন, আপনার বিবি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; তাঁহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দের কোন ধারনাই আমাদের নাই। আলী (রাঃ) অবশ্য এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ ত আপনার জন্য কোন অভাব রাখেন নাই—সে ভিন্ন আরও মহিলা অনেকই আছে। তবে পরিচারিকা বরীরাকে জিজ্ঞাসা করুন; সে মূল ব্যাপার বলিতে সক্ষম হইবে। সেমতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বরীরা (রাঃ)কে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সময় (আয়েশার মধ্যে) সন্দেহ জনক কোন ব্যাপার দেখিয়াছ কি? উত্তরে বরীরা (রাঃ) বলিলেন, ঐ খোদার কসম যিনি আপনাকে সত্য রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন—আমি কোন সময় বিবি আয়েশার মধ্যে দোষণীয় কোন কিছু দেখি নাই। তিনি ত এতই সরল যে, বাল্য-সুলভ স্বভাবে রুটির জন্য আটা তৈরী করিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া তাঁহার আটা খাইয়া ফেলে—তিনি খবরও রাখেন না।

এই সবের পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লোক জনকে একত্র করিয়া ভাষণ দানে মিম্বরে দাঁড়াইলেন এবং (অপবাদ গড়াইবার ও প্রচার করিবার প্রধান নায়ক) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ভূমিকায় অসহণীয় উদ্ভিগ্নের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে মোসলমান জনমণ্ডলী! আছ কেউ—যে আমার পক্ষ হইতে একটি লোকের কোন ব্যবস্থা করিতে পার যাহার উৎপীড়ন আমার প্রতি চরমে পৌঁছিয়াছে। আমার পরিবারের প্রতি তাহার ভূমিকা আমাকে অত্যধিক ব্যথিত ও দুঃখিত করিয়াছে। খোদার কসম! আমি আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ ভালই পাইয়াছি; তাহার কোন মন্দই আমি পাই নাই। অধিকন্তু যেই পুরুষটিকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়াছে তাহার সম্পর্কেও ভাল ছাড়া মন্দের কোন খোঁজই আমি পাই নাই। কোন দিন সে আমার সঙ্গ ছাড়া আমার গৃহে আসেও নাই।

নবীজীর বক্তব্যের পরেই (মদিনার "আওস" গোত্রীয় সর্দার) সায়াদ-ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি ঐ ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে পারি। যদি সে আমাদের গোত্র আওস বংশের হয় তবে এখনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিব। আর যদি আমাদের ভ্রাতাবংশ খযরজ গোত্রের হয় তবে আপনি যাহাই আদেশ করিবেন তাহাই প্রয়োগ করিব। এই সময় খযরজ বংশীয় এক ব্যক্তি—খযরজ গোত্রের সর্দার সায়াদ-ইবনে-ওবাদাহ (রাঃ) যিনি বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় নেককার ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় বংশপ্রীতির আবেগ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ; খোদার কসম—খযরজ বংশীয় লোককে তুমি হত্যা করিতে পারিবে না, কখনও পারিবে না (অর্থাৎ নবীজীর প্রতি অপরাধী ব্যক্তি খযরজ গোত্রীয় হইলে তাহার শিরচ্ছেদন আমরা খযরজ বংশীয় লোকেরা করিব—তুমি অন্য বংশের

লোক তাহা করিতে পারিবে না।) তোমার গোত্রীয় লোক হইলে কখনও তুমি পছন্দ করিবে না—সে (অন্য গোত্রীয় লোকের হাতে) খুন হউক। এই কথার উত্তরে প্রথম সায়াদের পিতৃব্যপুত্র উসায়েদ দ্বিতীয় সায়াদকে বলিলেন, আপনি ভুল করিতেছেন। কসম খোদার—আমরা নির্দ্বিধায় ঐরূপ ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিব; (সে যেই গোত্রেরই হউক।) আপনি মোনাফেকদের পক্ষপাত মূলক কথা বলিয়া সেইরূপ গণ্য হইতেছেন! এইভাবে উভয় সায়াদের গোত্রদ্বয় আউস ও খযরজের মধ্যে উত্তেজনা জনিত বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। এমনকি উভয় দলের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলে সকলেই নিরব হইয়া গেলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ও (এই গণ্ডগোলের মধ্যে) ক্ষান্ত হইয়া গেলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরবর্ত্তী রাত্রিও আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম; চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র নাই এবং অশ্রুরও বিরতি নাই। আমার মনে হইতে ছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে।

ইতি মধ্যেই একদা আমার মাতা-পিতা উভয়ই আমার নিকট বসিয়া ছিলেন; আমি অবিরাম কাঁদিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় মদিনাবাসী এক মহিলা আমার নিকট আসিল; আমার অবস্থা দৃষ্টে সেও আমার সহিত কাঁদিতে লাগিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঠিক এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের মধ্যে আসিলেন এবং সালামান্তে আমার নিকটে বসিলেন। ঘটনা আরম্ভের পর হইতে ইহার পূর্বে আর কোন দিন তিনি এইরূপে আমার নিকটে বসেন নাই। অথচ ঘটনা আরম্ভ হইয়াছে দীর্ঘ একমাস হইতে; এ যাবৎ আমার এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি কোন ওহীও আসে নাই।

আজ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকটে বসিয়া কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই এই কথা আমার গোচরে আসিয়াছে। যদি তুমি এই সব অপবাদ হইতে পবিত্রা হইয়া থাক তবে অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা প্রমান করিয়া দিবেন। আর যদি তোমার দ্বারা অপরাধ হইয়াই থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তওবা কর। নিশ্চয় বন্দা অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা করিলে আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করিয়া থাকেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বক্তব্য শেষ করিলে ক্ষেদ ও ক্ষোভে আমার প্রবাহমান অশ্রু একেবারেই শুকাইয়া গেল; এখন চোখে অশ্রুর বিন্দুও অনুভব হয় না। আমি পিতা আবুবকর (রাঃ)কে বলিলাম,

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনি বলিলেন, খোদার কসম—ইহার কোন উত্তর আমি খুঁজিয়া পাই না। তখন আমি মাতাকেও বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, খোদার কসম—ইহার কোন উত্তর আমিও খুঁজিয়া পাই না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি কম বয়স্কা মেয়ে হইয়াও নিজেই উত্তরে বলিলাম—আমি ভালভাবেই জানি, আপনারা এই সব কথা শুনিয়া অন্তরে গাঁথিয়া লইয়াছেন এবং বিশ্বাস করিয়া নিয়াছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিরপরাধা পবিত্রা; আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি অপরাধের কোন একটু কিছু স্বীকার করি; অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধা পাক-পবিত্রা তবে আপনারা আমার কথাকে বিশ্বাস করিয়া নিবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের মোকাবিলায় আমার জন্য একমাত্র ঐ উক্তিই শ্রেয়ঃ যাহা ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের (ভ্রাতাগণের মিথ্যা উক্তির মোকাবিলায় তাঁহার) পিতা

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ—বলিয়াছিলেন

"নিরবে ধৈর্য্য ধারণই আমার জন্য উত্তম; তোমাদের বক্তব্যের উপর আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই সাহায্য কামনা করি।"

এই কথা বলিয়া আমি অন্য দিকে ফিরিয়া গেলাম এবং বিছানার উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানেন—আমি নিরপরাধ পাক-পবিত্রা, নির্দ্দোষ এবং আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় আমার নিরপরাধ-নির্দ্দোষ হওয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এই ধারণা আমার মোটেও ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এই ব্যাপারে আল্লার কালামের আয়াত অকাট্য ওহী দ্বারা অবতীর্ণ করিবেন যাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত মোসলমানদের মধ্যে তেলাওয়াত করা হইবে। আমি নিজকে এত বড় মর্যাদার অপেক্ষা ছোট মনে করিতাম। আমার ধারণা ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্বপ্ন দেখিবেন—যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ হওয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার উক্ত আলোচনার বৈঠক হইতে এখনও উঠিয়া দাঁড়ান নাই, গৃহের অন্যান্য উপস্থিত লোকদের কেহই এখনও তথা হইতে সরে নাই—এমতাবস্থায়ই এবং ঐ স্থানেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার উপর ঐ সব অসাধারণ অবস্থা পরিলক্ষিত হইল যাহা ওহী অবতরণকালে হইয়া থাকে—যে, প্রবল শীতের সময়ও মুক্তার দানার ন্যায় তাঁহার ঘাম বহিয়া পড়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, বেশ কিছু সময় পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ অবস্থা কাটিয়া গেল—তখন তিনি হাসিতে ছিলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কথা এই ছিল, হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর; আল্লাহ তায়ালা তোমার পাক-পবিত্রতা এবং নির্দ্দোষ হওয়া ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা শুনিতেই আমার মা আমাকে বলিয়া উঠিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁহার সমীপে উঠিয়া দাঁড়াও। আমি (দাম্পত্য সুলভ অভিমানের কায়দায়) বলিলাম, আমি তাঁহার জন্য দাঁড়াইব না; আমি আমার এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কৃতজ্ঞতা আদায় বা প্রশংসা করিব না।

এই ব্যাপারে সুদীর্ঘ দশটি আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়া দিলেন। যাহার তর্জমা এই—"তোমাদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি এই অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। (মূল ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সে মোনাফেক ছিল—মোসলমান দলভুক্তই ছিল, আর মাত্র তিন জন ছিল যাঁহারা প্রকৃত মোসলমান ছিলেন এবং মোনাফেকের গর্হিত অপবাদকে তাঁহারা সত্য সাব্যস্ত করিয়া উহার আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। মাত্র চার জন লোকের কথায় মনে বেশী ব্যথা নিও না। এই ঘটনা ব্যথার কারণ হইলেও পরিণামের দিক দিয়া) এই ঘটনাকে মন্দ জানিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য ভাল। (ইহাতে ধৈর্য্য ধারণের ছওয়াব লাভ হইবে।) এই অপবাদে যে যতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে ততটুকু গোনাহ তাহার হইবে। আর যে উহার বড় অংশের (তথা উহা গড়াইবার) জন্য দায়ী (তথা মোনাফেক সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) তাহার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি রহিয়াছে। মোসলমান নর-নারীগণ ঐ ঘটনা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল ধারণা পোষণ করতঃ কেন বলিল না যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ? অপবাদকারীরা তাহাদের কথার উপর চার জন সাক্ষী কেন সংগ্রহ করিল না; তাহারা সাক্ষী পেশ করিতে যখন সক্ষম হয় নাই তখন ত তাহারা আল্লার নির্দ্ধারিত আইনেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত। (যে কারণে তাহাদের প্রত্যেককে ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্য যে কতিপয় খাঁটী মোমেন-মোসলমান এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারা ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে রেহায়ী পাওয়ার যোগ্য হইবে—ইহা খাঁটী মোমেন-মোসলমানের প্রতি আল্লার বিশেষ রহমত।) তোমাদের প্রতি যদি ইহপরকালে আল্লার মেহেরবাণী এবং রহমত না থাকিত তবে যেই অপরাধে তোমরা লিপ্ত হইয়া ছিলে উহার দরুন তোমাদের আজাব ভোগ করিতে হইত। (যেমন মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহকে আখেরাতে চিরস্থায়ী ভীষন আজাব ভোগ করিতে হইবে।) তোমরা তখনই আজাবের যোগ্য হইয়া ছিলে যখন ঐ অপবাদকে চর্চ্চা করিতে ছিলে এবং মুখে এমন কথা বলিতে ছিলে যাহার কোন

প্রমাণ তোমাদের নিকট ছিল না। তোমরা উহাকে সামান্য ঘটনা গণ্য করিতে ছিলে, অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় ঘটনা। হে মোমেন-মোসলমানগণ! তোমরা যখন এই অপবাদ শুনিতে পাইয়া ছিলে তখন কেন তোমরা এইরূপ বল নাই যে, আমাদের মুখে এই কথা উচ্চারণও করিতে পারিব না—আল্লার পানাহ্; ইহা ত অতি বড় অপবাদ। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে চিরকালের জন্য বিরত থাকিতে আল্লাহ তোমাদেরে উপদেশ দিতেছেন; যদি তোমরা খাঁটী মোমেন হও তবে তোমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে।

সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

"(ঘটনার বাস্তব তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর নবী-পত্নীগণের ন্যায়) পাক-পবিত্রা সরল প্রকৃতির খাঁটী ঈমানদার মহিলাদের প্রতি যাহারা অপবাদের কোন কথা বলিবে তাহাদের উপর নিশ্চয় ইহপরকালে আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের ভীষণ আজাব হইবে—যে দিন তাহাদের হাত-পা ও জবান তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য দিবে।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—(প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম—) "খবিস নারীরা খবিস পুরুষদের জন্যই জুটিয়া থাকে এবং খবিস পুরুষদের জন্য খবিস নারীগণ জুটে। আর পাক-পবিত্রা নারীগণ পাক-পবিত্র পুরুষগণের জন্যই হন এবং পাক-পবিত্র পুরুষগণ পাক-পবিত্র নারীদের জন্য হন। (এই নিয়মের দৃষ্টিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নীগণকে বিচার কর;) তাঁহারা অপবাদকারীদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্মল। (অপবাদের দরুন তাঁহাদের যে ব্যথা পৌঁছিয়াছে উহার বিনিময়ে) তাঁহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানের প্রতিদান রহিয়াছে।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মেসতাহ' (যিনি এই অপবাদে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন—তিনি) আবুবকরের আত্মীয় ছিলেন এবং দরিদ্র ছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ হওয়ার বয়ান ওহী মারফত অবতীর্ণ করিলে আবুবকর (রাঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন, খোদার কসম—আয়েশার প্রতি এই অপবাদে অংশ নেওয়ার পর মেসতাহের (সাহায্যের) জন্য আমি কখনও আর কিছুই ব্যয় করিব না।

আবুবকরের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিবাদেও কোরআনের আয়াত নাযেল হইল যাহার মর্ম্ম এই—"সামর্থবান লোকদের কখনও উচিৎ নয় নিজ আত্মীয়কে সাহায্য না করার প্রতিজ্ঞায় কসম খাওয়া।"

উক্ত আয়াতের সমাপ্তিতে আল্লাহ তায়ালা একটি হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছেন যে—(তোমার আত্মীয় যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে; যেমন 'মেসতাহ' করিয়াছে, তবে তাহার অপরাধের কারণে তাহার প্রতি সাহায্য বন্ধ করিও না; তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং সাহায্য বহাল রাখ। যেরূপ তুমি আল্লার নিকট অপরাধ কর, কিন্তু

আল্লাহ তোমার প্রতি তাঁহার সাহায্য বন্ধ করেন না। সুতরাং তুমি তোমার অপরাধী আত্মীয়ের প্রতিও তোমার সাহায্য বন্ধ করিও না; তাহাকে ক্ষমা করিয়া সাহায্য বহাল রাখ। এই সরল যুক্তিটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রশ্নের সুরে আল্লাহ বলিয়াছেন,) "তোমার কি এই অভিলাস নাই যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়াল।" অথাৎ তোমার যদি এই অভিলাস থাকে যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন এবং সাহায্য বহাল রাখেন তবে তুমিও অপরাধী আত্মীয়কে ক্ষমা করিয়া দিয়া সাহায্য বহাল রাখ—তাহার অপরাধের কারণে সাহায্য বন্ধ করিও না।

উল্লেখিত আয়াতের প্রশ্ন শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়! নিশ্চয়!! কসম খোদার—আমি অভিলাস রাখি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন।" এই উক্তি করিয়া মেসতাহের প্রতি সাহায্য পুনর্বহাল করিলেন এবং (প্রথম কসম ভঙ্গ করিয়া উহার কাফ্‌ফারা দানে এখন এই) কসম করিলেন যে, তাহার হইতে সাহায্য কখনও বন্ধ করিবেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (আমার এক সতিন—) বিবি যয়নবকে আমার ঘটনার তদন্তরূপে নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জান বা কি দেখিয়াছ? বিবি যয়নব (রাঃ) বলিয়াছিলেন, (মিথ্যা বলিয়া) আমি আমার চক্ষু-কর্ণ ধ্বংস করিতে চাই না; আয়েশা সম্পর্কে আমি শুধুমাত্র ভালই জানি! (আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে বিবি যয়নবই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি (বংশ ইত্যাদির গৌরবে) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখিতেন। কিন্তু প্রবল খোদাভীরুতা তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সংযত থাকিতে। অবশ্য তাঁহার ভগ্নি 'হামনাহ' তাঁহার বিরোধীতা করিয়া ধ্বংসের পথিক দলে যোগ দিয়া ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যেই পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়া ছিল—ছাফ্‌ওয়ান (রাঃ); তিনি বলিতেন, খোদার কসম—জীবনে কোন দিন কোন বেগানা নারীর কাপড়ে হাত লাগাই নাই। সম্মুখ জীবনে তিনি আল্লার পথে জেহাদে শহীদ হইয়া ছিলেন।

১৮৬০। হাদীছ ঃ—(৫৯৬পৃঃ) মছরুক ইবনে আজদা' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মাতা—উম্মে-রুমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি এবং আয়েশা গৃহে বসিয়া আছি; হঠাৎ একজন মদিনাবাসীণী মহিলা আমাদের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্ব্বনাশ করুন। উম্মে-রুমান তাঁহাকে এই বদদোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমাদেরই সন্তান (যাহাকে বদদোয়া করিলাম;) সেও ঐ লোকদের মধ্যে যাহারা অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিষয়? ঐ মহিলা তদুত্তরে অপবাদের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি এই ঘটনা শুনিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা আবুবকরও শুনিয়াছেন? বলিল, হাঁ। তৎক্ষণাৎ আয়েশা (রাঃ) বেহোশ হইয়া পড়িয়া গেলেন; দীর্ঘ সময় পর হুঁশ ফিরিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে ভীষণ তাপে জ্বর আসিয়া গিয়াছে। অতএব আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহারই কাপড়ে ভালভাবে জড়াইয়া দিলাম।

এই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহার ভীষন জ্বর আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, বোধ হয় ঐ কথার ব্যাপারেই যাহা বলা হইতেছে। মাতা বলিলেন, হাঁ। .....

ব্যাখ্যা—আয়েশা (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ঘটনার আভাস পাইয়া ছিলেন মেসতাহের মাতার নিকট হইতে যাহার উল্লেখ পূর্বের সুদীর্ঘ হাদীছটিতে হইয়াছে। ঘটনা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর ভীষন প্রতিক্রিয়াও হইয়াছিল, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) প্রথমবারেই পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিয়া ছিলেন কি যে, তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ কথা হইতে পারে? প্রথমবারে নিশ্চয় এসম্পর্কে তাঁহার সংশয় উদিত হইয়াছে এবং সেই সংশয়ে মন কিছুটা হালকা হওয়ার সূচনায় ছিল। ইতি মধ্যেই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদিনাবাসীণী মহিলার বর্ণনায় বিশেষতঃ এই সংবাদে যে, নবীজী (দঃ) এবং পিতা আবুবকরও অপবাদ শুনিয়াছেন—আয়েশা (রাঃ) নিজকে আর সামলাইতে পারিলেন না। বেহুঁস অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং প্রশমিত জ্বর অত্যধিক প্রবল বেগে পুনঃ দেখা দিল।

১৮৬১। হাদীছঃ—(৫৯৭ পৃঃ) মছরুক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তাঁহার নিকট কবি হাস্‌সান (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি কবিতার ভূমিকায় উত্তম নারীর গুণাবলীর উল্লেখে বলিলেন—"স্বভাবে পবিত্রা, চালচলনে গাম্ভীর্য্যা, নাই তাহাতে সন্দেহের অবকাশ, সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা।"

হাস্‌সান (রাঃ) সর্ব্বশেষ বাক্যটি (তথা সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা) উচ্চারণ করিলে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি নিজে সেইরূপ নহেন। (আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় সরল পবিত্রাত্মার প্রতি অপবাদে অংশ গ্রহণকারী একজন ছিলেন উক্ত কবি হাস্‌সান (রাঃ); তাই আয়েশা (রাঃ) তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।)

মছরুক (রঃ) বলেন—আমি আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, হাস্‌সানকে আপনার নিকট আসিতে দেন কেন? আল্লাহ তায়ালা ত বলিয়াছেন, "তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি (অপবাদে) বড় অংশ গ্রহণ করিয়া ছিল তাহার বড় আজাব হইবে।" (সেমতে সাধারণ অংশ গ্রহণকারীদের সাধারণ আজাব হইবে।) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অন্ধতা অপেক্ষা বড় আজাব বা দুঃখ কি হইতে পারে? (হাসসান (রাঃ) শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।) আয়েশা (রাঃ) আরও বলিলেন, হাসসান (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কুউক্তির উত্তর দিয়া থাকিতেন (কাব্যের মাধ্যমে)।

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেররা কাব্যে নবীজী মোস্তকা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কুৎসা গাহিত; পদ্য-পাগল আরবদের মধ্যে উহা দ্রুত প্রসার লাভ করিত। ছাহাবী-গণের মধ্যে হাস্‌সান (রাঃ) বিশিষ্ট কবি ছিলেন; তিনি কাফেরদের গ্লানি-গাথার উত্তর কাব্যের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নবীজীর অনুমতি চাহিলেন। নবী (দঃ) অনুমতি দিলেন, এমনকি পরে তিনি উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থ নও জ্ঞাপন করিলেন এবং দোয়া করিলেন—আয় আল্লাহ! জিব্রিল ফেরেশতা দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। নবী (দঃ) স্বয়ং হাস্‌সান (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড় করাইতেন; তিনি কাব্যে নবীজীর পক্ষ হইতে কাফেরদের কুৎসাবাদের উত্তর দিতেন এবং নবীজীর প্রশংসা প্রচার করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي — لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

"আমার পিতা, আমার মাতা, আমার সর্ব্বমান
মোহাম্মদের মান রক্ষায় করিব কোরবান।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)

নবীজীর জন্য হাস্‌সান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সেবাকে আয়েশা (রাঃ) এত মূল্য দিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাস্‌সানের অপরাধকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। নবীজী মোস্তকা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসার ইহা একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া।

যোবায়ের (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফু-তনয় ভ্রাতা ছিলেন তিনি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নিপতি ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন।

১৮৬২। হাদীছ ঃ—(৫২৭ পৃঃ) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী ছিল আমার বিশেষ সাহায্যকারী যোবায়ের।

১৮৬৩। হাদীছ ঃ—(৫৬৬ পৃঃ) ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে সিরিয়াস্থ) "ইয়ারমুক" এলাকায় যে জেহাদ হইয়াছিল সেই জেহাদে যোবায়ের (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ অনুরোধ করিলেন, আপনি আক্রমণাভিযান আরম্ভ করিলে আমারাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ চালনায় অগ্রসর হইতে পারিতাম। তিনি বলিলেন, আমি আক্রমণ আরম্ভ করার পরে যদি তোমরা তোমাদের এই কথা না রাখ ? তাঁহারা বলিলেন, সেরূপ আমরা করিব না।

সেমতে যোবায়ের (রাঃ) আক্রমণে এমনভাবে অগ্রসর হইলেন যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গেলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা ছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে এইভাবে অগ্রসর হওয়ায় কেহই সাহসী হয় নাই। শত্রুদের ভিতর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহারা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ফেলার সুযোগ পাইয়া বসিল। ঐ সময় তাহারা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে তরবারির দুইটি ভীষণ আঘাত করিয়া ছিল। ঐ আঘাতদ্বয়ের মধ্য বরাবর আরও একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল—উহা লাগিয়াছিল বদর জেহাদের রনাঙ্গনে।

ঘটনার বর্ণনাদানকারী যোবায়ের-পুত্র ওরওয়া (রঃ) বলিয়াছেন, ঐ আঘাতগুলি এতই প্রশস্ত ছিল যে, শুষ্ক হওয়ার পরও তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উহার যে গর্ত বিদ্যমান ছিল তাহাতে আমারা হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক খেলা করিয়া থাকিতাম।

ঐ যুদ্ধের দিন রনাঙ্গনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি তখন মাত্র দশ বৎসর বয়সের ছিলেন, তাই আক্রমণাভিযানকালে তাঁহাকে একটি ঘোড়ার উপর বসাইয়া অন্য একজনের হাওয়ালা করিয়া গিয়াছিলেন।

যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যে তরবারিটি তিনি ইসলামের জেহাদে ব্যবহার করিতেন বদর-জেহাদে উহার কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঐ তরবারিটি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লার নিকট ছিল। আবদুল্লাহ-ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ঐ একটি তরবারি বিক্রি করা হইলে একজনে উহাকে (বরকতের জন্য) তিন হাজার দেরহামে ক্রয় করিয়া নিল।

যোবায়ের-পৌত্র হেশাম (রঃ) এই আলোচনা উল্লেখের পর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন মূল্যে যদি ঐ তরবারিখানা আমি ক্রয় করিয়া রাখিতাম তবে আমার সৌভাগ্য ছিল।

১৮৬৪। হাদীছ ঃ—(৫৭০ পৃঃ) যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন—বদর রনাঙ্গনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ওবায়দা-ইবনে সায়ীদ আসিল। সে আপাদ-মস্তক

লৌহাবৃত ছিল ; চক্ষুদ্বয় ব্যততী তাহার শরীরের কোন অংশই উন্মুক্ত ছিল না। তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়াই আমি বর্শা চালাইলাম ; বর্শা তাহার চোখেই বিদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ এক আঘাতেই সে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। বর্ষাটি তাহার চোখ হইতে বাহির করার জন্য তাহার মুণ্ড পদতলে চাপা দিয়া অতি জোরে বর্ষাকে টান দিলাম। বহু কষ্টে উহাকে বাহির করিলাম, এমনকি উহার ফলকের উভয় কোণ বাঁকা হইয়া মোড়িয়া গেল।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কৃতকার্য্যতা তাঁহার জন্য চরম সৌভাগ্য ছিল। এমনকি উহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ) তাঁহার ঐ বর্শাখানা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া নিয়া নিজের নিকট সযত্নে রাখিয়া দিলেন। হযরতের তিরোধানের পর যোবায়ের (রাঃ) উহাকে পুনঃ নিজহস্তে নিয়া গেলেন, কিন্তু খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার হইতে উহা চাহিয়া নিয়া গেলেন। আবুবকরের তিরোধানের পর খলীফা ওমর (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) হইতে উহা চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওমরের তিরোধানের পর খলীফা ওসমান (রাঃ) উহাকে চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিজনের যত্নে উহা সুরক্ষিত থাকিল। তাঁহাদের নিকট হইতে যোবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে নিয়া গেলেন ; তিনি শহীদ হওয়া পর্য্যন্ত উহা তাঁহারই নিকট সযত্নে রক্ষিত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—লক্ষ্য করুন এক একটা বিশেষ নেক কার্য্যের মূল্য নবীজী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণের নিকট কিরূপ ছিল ? একজন বড় আল্লাহদ্রোহীকে জেহাদে হত্যা করার আমালটা নবীজীর নিকট এতই সমাদৃত ছিল যে, উহার স্মৃতিচিহ্ন তিনি অতি আগ্রহের সহিত সযত্নে রাখিয়া দিলেন। বড় বড় ছাহাবীগণও উহার বরকত লাভে কত আগ্রহের সহিত যত্নবান হইলেন !

সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আম্মা বিবি আমেনার গোত্র "বনু-জোহরা" বংশেরই ছিলেন সায়াদ (রাঃ) ; এই সূত্রে নবী (দঃ) তাঁহাকে মামা বলিতেন।

হাদীছ—একদা সায়াদ (রাঃ) কোথাও হইতে আসিতে ছিলেন, তিনি নিকটে আসিলে নবী (দঃ) বলিলেন, এই দেখ—আমার মামা ; অন্য কেহ এইরূপ মামা উপস্থিত কর ত দেখি ! (তিরমিজি শরীফ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন তিনি।

১৮৬৫। হাদীছ ঃ- (১০৪ পৃঃ) জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমর কর্তৃক নিয়োজিত কুফার গভর্ণর) সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে কোন কুফাবাসী খলীফা ওমরের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ করিল। এমনকি ইহাও বলিল যে, তিনি নামাযও ভালভাবে পড়াইয়া থাকেন না। ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, কোন কোন লোক আপনার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছে। এমনকি তাহারা আপনার নামায সম্পর্কেও অভিযোগ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি ত তাহাদের নামায পড়াইয়া থাকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অবিকল রূপে ; তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ত্রুটি করি না। (যথা—) আমি নামাযের প্রথম রাকাতদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করি এবং পরবর্ত্তী রাকাতদ্বয় সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অনুসরণে বিন্দু মাত্রও অবহেলা আমি করি না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য ; আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাও এইরূপই।

অতঃপর ওমর (রাঃ) (তাঁহার শাসনব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী তাঁহার গভর্ণর) সায়াদের সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিলেন ; কুফায় যাইয়া সরেজমিনে অভিযোগের তদন্ত করার জন্য। সেমতে তদন্তকারীগণ কুফার প্রতিটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া জনগণ হইতে মন্তব্য সংগ্রহ করিলেন। সকলেই সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ভাল মন্তব্য এবং তাঁহার প্রশংসা করিল। শুধু মাত্র বনু-আব্‌স গোত্রীয় মসজিদে উসামা-ইবনে-কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তদন্তকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা যখন আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তখন আমাদের বলিতেই হয়। সায়াদ জেহাদ-অভিযানে সৈন্যবাহিনীর সহিত যায় না। (গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামাল) সঠিকরূপে বণ্টন করে না। বিচারে ন্যায়ের পথে চলে না। (ঐ ব্যক্তি সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে তিনটি মিথ্যা অভিযোগ করিল।)

সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, কসম খোদার—আমিও আল্লার দরবারে তিনটি আবেদনই করিব। আয় আল্লাহ! তোমার এই বন্দা যদি মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া থাকে তবে—(১) তাহার বয়স বাড়াইয়া দিও (২) দারিদ্র বেশী করিয়া দিও (৩) এবং তাহাকে লাঞ্ছনার কাজে লিপ্ত করিও।

জাবের (রাঃ) হইতে মূল ঘটনা বর্ণনাকারী তাবেয়ী আবদুল মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি—তাহার বয়স এত অধিক হইয়াছিল যে, উভয় চোখের ভ্রূস্থানের চামড়া চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দারিদ্রের দরুন পথে পথে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায় এবং এই অবস্থায়ও সে যুবতি মেয়েদের গায়ে হাত দেয়, তাহাদের সহিত উত্ত্যক্তজনক আচরণ করিয়া বেড়ায় (যদ্দরুন সে ভীষণ লাঞ্ছনা-

গঞ্জনা ভোগ করে)। কেহ তাহাকে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজেই বলিত, বৃদ্ধ বয়সে স্বভাব নষ্ট হইয়াছে; সায়াদের বদদোয়া আমার উপর লাগিয়াগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত খলীফা ওমর(রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অব্যাহতি দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা ওমরের নীতি তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অতিশয় কঠোর ছিল। তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অভিযোগ আসিলে তিনি ভাবিতেন—দেশের সকল লোকের সন্তুষ্টি এই গভর্ণরের প্রতি নাই, অতএব এই গভর্ণর দ্বারা দেশবাসী সকলের শান্তি হইবে না এবং বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যাওয়ার কারণে তাঁহার দ্বারা তাহাদের শংসোধনও সম্ভব হইবে না; সুতরাং এই দেশে অন্য গভর্ণরের প্রয়োজন। এই নীতির অনুসরণেই খলীফা ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সায়াদ (রাঃ)কে তাঁহার পরে খলীফাতুল-মোসলেমীন হওয়ার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, পরবর্ত্তী খলীফাকে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের তাকিদ করিয়াছেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, কোন প্রকার খেয়ানত বা দুর্নীতির দরুণ আমি সায়াদকে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারণ করিয়াছিলাম না (১৮৩৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

● অভিযোগকারী সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—এমন সাহাবী যিনি নবী (দঃ) কর্ত্তৃক বেহেশতের সনদ প্রদত্ত দশ জনের একজন ছিলেন; তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা-মন্দ গড়াইয়া বস্তুতঃ সে নবীজীর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছিল। তাই সায়াদ (রাঃ) ভীষণ ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি বদদোয়া করিয়াছিলেন এবং তাহার বদদোয়া অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। সায়াদ (রাঃ) "মোস্তাজাবুদ-দাওয়াত" ছিলেন; তাঁহার দোয়া বিশেষরূপে আল্লার দরবারে গৃহিত হইত। এই বিষয়ে নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন।

হাদীছ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বলিয়া দোয়া করিয়াছেন—"হে আল্লাহ! সায়াদ যখনই দোয়া করে তুমি তাহার দোয়া গ্রহণ করিও। (তিরমিজি শরীফ)

১৮৬৬। হাদীছ ঃ—(৫২৭ পৃঃ) সায়াদ (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের একজন। সাত দিন পর্য্যন্ত আমি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ ছিলাম। (অর্থাৎ তখন আমার জানা মতে মোসলমানের সংখ্যা মাত্র তিনজন ছিল।) আল্লার পথে তথা ইসলামের জেহাদে সর্ব্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী আমি। (ইসলামের জন্য আমার এত ত্যাগ যে,) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি এমন অবস্থায় যে, আমাদের খাদ্য শুধু গাছের পাতা ছিল, উহা খাইয়া আমাদের মল উট ও ছাগলের মলের ন্যায় হইত—ছিন্ন ছিন্ন।

এত দিনের এবং এত কষ্টের ইসলাম আমার! এখন আসাদ গোত্রের লোক ইসলাম সম্পর্কে আমাকে মন্দ বলে! তাহাদের অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে আমার জীবনই ব্যর্থ গেল এবং সকল দুঃখ কষ্ট নিষ্ফল হইল।

সায়াদ (রাঃ) ব্যথিত হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন, কারণ আসাদ গোত্রের লোক খলীফা ওমরের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল—তাহারা বলিয়াছিল, তিনি ভালভাবে নামাযও পড়িতে পারেন না।

আনছারদের ফজিলত

১৮৬৭। হাদীছ ঃ—গায়লান ইবনে জরীর (রঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত "আনছার" উপাধিটা আপনারা নিজে অবলম্বন করিয়াছিলেন, না—আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, আমরা নিজেরা অবলম্বন করি নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ-

ব্যাখ্যা—ইহা একটি অতি বড় সৌভাগ্যের কথা যে, মদিনাবাসী ছাহাবীগণকে দ্বীনের খেদমত ও সাহায্যের দরুণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে তাঁহাদিগকে "আনছার" তথা সাহায্যকারী জামাত নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৬৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যিনি দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গল বিতরণকারী অর্থাৎ হযরত নবী (দঃ) তিনি বলিয়াছেন, লোকগণ যদি এক পথে চলে এবং আনছার ভিন্ন পথে চলে তবে আমি অবশ্যই আনছারদের পথ অবলম্বন করিব। আমি যদি হিজরতকারী না হইতাম তবে অবশ্যই আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত রাখিতাম।

১৮৬৯। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আনছারদের প্রতি মহব্বৎ হওয়া মোমেনের নিদর্শন এবং আনছারদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা মোনাফেকের নিদর্শন।

যে ব্যক্তি আনছারগণকে মহব্বৎ করিবে আল্লাহ তাহাকে মহব্বৎ করিবেন। যে ব্যক্তি আনছারদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।

১৮৭০। হাদীছ ঃ-আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথের মধ্যে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, আনছারদের

স্ত্রী-পুত্র ও ছেলে-মেয়েগণ কোন এক বিবাহের দাওয়াত হইতে আসিতেছে। হযরত (দঃ) তাহাদের অপেক্ষায় মধ্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলিতেছি, নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট সর্ব্বাধিক ভালবাসার লোক—তিনবার এই কথা বলিলেন।

১৮৭১। হাদীছ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি আনছারী রমণী তাহার ছোট শিশুকে কোলে করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহার প্রয়োজনীয় কথা তাহাকে বলিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) আনছার মহিলাকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, নিশ্চয় তোমরা আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় লোক—দুইবার এই উক্তি করিলেন।

১৮৭২। হাদীছ ঃ—(৭২৮ পৃঃ) যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছেন—"হে আল্লাহ! আনছারগণকে ক্ষমা কর এবং আনছারদের ছেলে-মেয়েদেরকেও এবং আনছারদের পৌত্র-পৌত্রীগণকেও ক্ষমা কর।

সায়া'দ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)

১৮৭৩। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে এক জোড়া রেশমের কাপড় উপঢৌকন রূপে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। উহা এত মোলায়েয ছিল যে, ছাহাবাগণ উহা স্পর্শ করিয়া উহার অতিশয় কোমলতায় আশ্চার্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহা দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? সায়া'দ ইবনে মোয়াজের জন্য বেহেশতের মধ্যে (হাত, মুখ, নাক ছাফ করার) যে রুমাল হইবে তাহাও ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী মোলায়েম ও কোমল হইবে।

১৮৭৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে মোয়াজের মৃত্যু-শোকে আরশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)

১৮৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, দুইজন ছাহাবী একদা অন্ধকার রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ একটি আলো তাঁহাদের সম্মুখে সম্মুখে চলিতে লাগিল, এমনকি তাঁহারা উভয়ে যখন পৃথক পৃথক পথ ধরিলেন তখন আলোটিও বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে চলিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)।

উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ)

১৮৭৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই-ইবনে কায়া'বকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্-ইয়াকুনিল্-লাজীনা" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য। উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তখন উবাই (রাঃ) (আল্লার নিকট স্মরণীয় হওয়ার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)

১৮৭৭। হাদীছ ঃ—সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি—তাঁহার ইহজগতে জীবিত থাকাবস্থায়ই নবী (দঃ) তাঁহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৭৮। হাদীছ ঃ—ক্বায়স্ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদিনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিলেন—তাঁহার চেহারার মধ্যে নম্রতা ও খোদা-ভীরুতা প্রকাশ পাইতে ছিল। উপস্থিত লোকজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই লোকটি বেহেশতী। তিনি মসজিদে আসিয়া সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে রওয়ানা দিলেন, তখন আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে পর লোকজন বলিয়া উঠিল যে, এই লোকটি বেহেশতী।

তিনি বলিলেন, অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ উক্তি না করাই ভাল, অবশ্য আমি তোমাকে ইহার মূল সূত্র বলিতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম এবং উহা আমি হযরতের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি দেখিলাম—আমি যেন একটি অতি বড় মনোরম বাগানে আছি, বাগানের মধ্যস্থলে একটি খুঁটি জমিনে পোতা ছিল, খুঁটিটির শির অনেক উর্দ্ধে ছিল এবং উহার সঙ্গে একটি কড়া বা আংটা ছিল। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, তুমি খুঁটিটির উপর দিকে আরোহণ কর। আমি বলিলাম, আমার জন্য অসাধ্য; তখন একজন সাহায্যকারী আসিয়া আমাকে আরোহণে সাহায্য করিল, ফলে আমি খুঁটিটির শির ভাগে পৌঁছিয়া গেলাম এবং আংটাটি ধরিয়া ফেলিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, খুব মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও; সেই ধরা অবস্থায়ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নটি হয়রত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি উহার ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিলেন, বাগানটি হইল "দ্বীন-ইসলাম" এবং খুঁটিটি হইল ইসলামের মূল "ঈমান" এবং কড়াটি হইল (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ওর্ওয়া-ওছ্কা"—ঈমানের শক্ত আংটা। সামগ্রিক স্বপ্নটির ব্যাখ্যা হইল এই যে, তুমি খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর আছ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার উপর মজবুত থাকিবে। এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে তাঁহার স্বপ্ন দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, তুমি সারা জীবন খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুত থাকিবে; এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির বেহেশত লাভ সুনিশ্চিত; এই সূত্রেই লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে বেহেশতী বলিত।

ঈমান হইল দ্বীন-ইসলামের মধ্যস্থলীয় খুঁটি যাহার উপর দ্বীন-ইসলামের তাবুটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে মূল তাবুই ভাঙ্গিয়া পড়িবে যদিও উহার পার্শ্বস্থ খুঁটি বিদ্যমান থাকে। মধ্যস্থ খুঁটি ব্যতিরেকে পার্শ্বস্থ খুঁটি মূল্যহীন। ঈমানের মজবুত আংটা বা কড়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অতি সংক্ষেপে সুন্দর ব্যাখ্যা উল্লেখ রহিয়াছে—

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আল্লাহতে সর্ব্বস্ব বিলীন ও উৎসর্গ করিবে সে-ই হইবে ঈমানের শক্ত কড়াকে মজবুতরূপে ধারণকারী।"

আনাছ-ইবনে-নজর (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসরের খাদেম প্রসিদ্ধ আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চাচা আনাছ ইবনে নজর (রাঃ)। ওহোদের জেহাদে তিনি অতি মর্ম্মান্তিকরূপে শহীদ হইয়াছিলেন; তীর বর্শার প্রায় নব্বইটি আঘাত তাঁহার লাগিয়াছিল; তাঁহার পরিচয় উপলব্ধি সম্ভব হইতে ছিল না। একটি আঙ্গুলের চিহ্ন দ্বারা তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমুদয় আঘাত তাহার সম্মুখদিকে ছিল, পেছনদিকে কোন আঘাত ছিল না। রণাঙ্গনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর হওয়াকালে তিনি বলিতে ছিলেন, ওহোদ প্রান্ত হইতে বেহেশতের সুগন্ধী আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি শহীদ হওয়ার পর তাঁহার আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দানে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে—"মোমেনগণের মধ্যে এমনও লোক আছেন যাঁহারা আল্লার নিকট প্রদত্ব প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়াছেন।"

১৮৭৯। হাদীছ ঃ (৩৭২ পৃঃ) আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মহিলা ছাহাবী রুবায়্যে (রাঃ) কোন একটি মেয়ের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলায় অভিযুক্তা হইলেন। মেয়েটির অভিবাবকগণ কেছাছ বা প্রতিশোধের দাবী করিল এবং তাঁহার পক্ষ অর্থ-বিনিময় দানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু মেয়ের পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণ অস্বীকার করিল; তাহাদের দাবী কেছাছ তথা প্রতিশোধ গ্রহণ। উভয় পক্ষ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজ নিজ বক্তব্য লইয়া উপস্থিত হইল।

এরূপ ক্ষেত্রে বাদী পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণে সম্মত না হইলে অভিযুক্ত প্রতিশোধ দানে বাধ্য। তাই নবী (দঃ) সেই আদেশই করিলেন। অভিযুক্তা মহিলার ভ্রাতা ছিলেন আনাছ ইবনে নজর (রা.); তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গা হইবে? ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদার কসম—তাহার দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরআনের আইন ত দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ভাঙ্গিবার প্রতিশোধই ঘোষনা করে।

(কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় বন্দা আনাছের কথাই রক্ষা করিলেন; রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গিতে হইল না।) বাদী পক্ষ প্রতিশোধ ক্ষমা করিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহণে সম্মত হইয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আল্লার বন্দাগণের মধ্যে এমন এমন ব্যক্তিও আছে যাহারা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা সেই কথাকে বাস্তবায়িত করিয়া থাকেন তাহার কসম ভঙ্গ হইতে দেন না।

যায়েদ-ইবনে-আম্‌র-ইবনে-নোফায়েল

এই লোকটি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে ছিল এবং হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার ইন্তেকালও হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় হযরতের নবুয়ত এবং দ্বীন-ইসলাম ধরা পৃষ্ঠে আসিয়াছিল না, তাই তিনি ইসলামের ছায়া লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের তালাশে তিনি আজীবন চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তৌহীদ তথা একত্ববাদ যাহাকে তৎকালে দ্বীনে-হানীফ বা শেরেক বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম এবং মিল্লাতে-ইব্রাহীম বা ইব্রাহীমের আদর্শ বলা হইত যথাসাধ্য সেই আদর্শের উপর থাকিয়া জীবন কাটাইয়া ছিলেন; যাহার বিবরণ সম্বলিত ঘটনাই এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদা মক্কার নিকটবর্ত্তী "বালদাহ্" নামক স্থানে যায়েদ-ইবনে-আম্‌রের সঙ্গে

কোন এক (দাওয়াতের মজলিসে) মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে গোশত জাতীয় খাদ্য পরিবেশন করা হইল। (যেহেতু খাদ্যের ব্যবস্থাকারীগণ কাফের মোশরেক ছিল যাহারা সাধারণতঃ দেব-দেবীর নামে পশু জবেহ করিয়া থাকিত, তাই) নবী (দঃ) ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর উহা যায়েদ-ইবনে-আমরের সম্মুখে পেশ করা হইল। তিনিও উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি পরিষ্কার বলিলেন, দেব-দেবীর নামে জবেহ্কৃত আমি খাই না, আমি একমাত্র আল্লার নামে জবেহকৃতই খাইয়া থাকি।

যায়েদ-ইবনে-আমর সর্ব্বদা কোরায়েশগণকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকিতেন যে, (পশু—যথা) বকরিকে সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উহার খাদ্যও তিনিই জোটাইতেছেন, আর তোমরা সেই বকরিটাকে জবেহ করিতেছ আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামের উপর! ইহা কত বড় জঘণ্য কাজ!

যায়েদ-ইবনে-আমর স্বীয় দেশ মক্কা ত্যাগ করতঃ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন সত্য ধর্ম্মের তালাশে। তথায় এক ইহুদী আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন এবং তাহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী আলেম সাহেব বলিলেন, বর্ত্তমানে আমাদের দ্বীন ও ধর্ম্ম এমন সব জিনিষের সমবায় যে, উহা গ্রহণ করিলে আল্লার গজব অবশ্যই বহন করিতে হইবে। যায়েদ-ইবনে-আম্র বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার গজব বহনে প্রস্তুত নহি; আমি ত আল্লার গজব হইতে পরিত্রাণেরই চেষ্টা করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের পরামর্শ দান করুন। তিনি বলিলেন, দ্বীনে-হানীফ অবলম্বন কর। দ্বীনে-হানীফ কি তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন! ইহুদী আলেম বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আদর্শ—তিনি এক আল্লার উপাসক ছিলেন, তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাছরাণীও ছিলেন না। অতঃপর তিনি একজন নাছরাণী আলেমের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গেও ঐরূপ আলাপ করিলেন। নাছরাণী আলেম বলিলেন, বর্ত্তমান নাছরাণী দ্বীন অবলম্বন করিলে অবশ্যই আল্লার অভিসাপ বহন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার অভিসপ্ত হইতে প্রস্তুত নহি—উহা হইতেই আমি বাঁচিতে চাই, অতএব আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের খোঁজ দান করুন। ঐ আলেমও তাঁহাকে দ্বীনে-হানীফ বা হযরত ইব্রাহীমের একত্ববাদের আদর্শের কথা বলিলেন। এইসব শুনিয়া যায়েদ ইবনে-আমর সিরিয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং আল্লার দরবারে হাত উঠাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি ইব্রাহীমের আদর্শকেই অবলম্বন করিলাম। অতঃপর তিনি মক্কায় আসিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের সঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের মিথ্যা দাবীদার কোরায়েশগণকে ডাকিয়া বলিতেন, তোমরা কখনও হযরত ইব্রাহীমের আদর্শবাদী

নও ; (কারণ, তোমরা হইলে মোশরেক, আর) ইব্রাহীমের আদর্শ ছিল খাঁটী তৌহীদ বা একত্ববাদ। যায়েদ-ইবনে-আমর কাফেরদের আরও অনেক কুকৃতির সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন, যেমন—তাহাদের কেহ তাহার মেয়ে সন্তানকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া মারিতে চাহিলে তিনি ঐ মেয়েকে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসিতেন এবং তাহাকে লালন পালন করিতেন। অতঃপর সে বয়স্কা হইলে মেয়ের পিতাকে যাইয়া বলিতেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার মেয়ে নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার ব্যয় ভার বহন করিয়া যাইব !

ব্যাখ্যা—যায়েদ-ইবনে-আমর ইসলামের যুগ পাইয়াছিলেন না, তাই তিনি সর্ব্বাঙ্গীন মোসলমান হইতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তিনি অন্ধকার যুগের একেশ্বরবাদী ছিলেন, সুতরাং তিনি নাজাত পাইবেন এবং বেহেশত লাভ করিবেন।

আমের ইবনে রবিয়া'হ (রাঃ) নামক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে) যায়েদ-ইবনে-আমর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আমার জাতির ধর্ম্মের বিরোধী, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের আদর্শপন্থী, তাঁহারা যেই মা'বুদের বন্দেগী করিতেন আমি একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করি এবং আমি ইসমাঈলের বংশীয় ভাবী নবীর অপেক্ষায় আছি। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল আমি পাইব বলিয়া আশা নাই ; অবশ্য আমি তাঁহার প্রতি ঈমান রাখি, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, তিনি পয়গাম্বর। হে আমের ! তুমি যদি সেই নবীর সঙ্গ লাভ করিতে পার তবে তাঁহাকে আমার সালাম জানাইও।

আমের (রাঃ) বর্ণনা কবিয়াছেন, আমি ইসলামের ছায়া লাভ করিয়া হযরত নবী (দঃ)কে যায়েদ ইবনে আমরের ঘটনা শুনাইলাম। হযরত (দঃ) তাঁহার সালামের উত্তর দান করিলেন, তাঁহার জন্য রহমতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মান-গরীমার সহিত চলাফেরা করিতে দেখিয়াছি।

যায়েদ ইবনে আমর-এর পুত্র সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) একজন অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। "আ'শারা-মোবাশশারাহ্" তথা যে দশ জন ছাহাবী সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতী হওয়ার ঘোষণা জারী করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার একজন ছিলেন এবং তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁহারই ইসলাম সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (৫৪৫ পৃঃ)—

والله لقد رأيتني وان عمر لموثقي على الاسلام قبل ان يسلم عمر

"ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে হাত-পা বাঁধিয়া প্রহার করিয়াছিলেন।"

সালমান ফারেসী (রাঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে অতি প্রাচীনতম মানুষ ছিলেন তিনি। হযরতের ইহজগত ত্যাগের পঁচিশ বৎসর পর তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৫০ বৎসর ছিল, কাহারও মতে ৩৫০ বৎসর ছিল। তিনি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান এলাকাভুক্ত রামহরমুজ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অগ্নিপূজক বংশের লোক ছিলেন। সত্য ধর্ম্মের তালাশে দেশ-খেস হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সর্ব্বশেষ নবীর আবির্ভাব কাল ও স্থানের খোজ তিনি পাইয়াছিলেন, তাই মদিনার উদ্দেশ্যে তিনি ছফর করিতেছিলেন। বিদেশী নিঃসম্বল পাইয়া তাঁহাকে দুষ্কৃতিকারীগণ ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছিল, এমনকি তিনি ক্রীতদাসরূপে দশ জনের অধিক মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্যর সাফল্য এইরূপে হয় যে, তিনি এক মদিনাবাসী ইহুদীর হস্তে বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিতে সক্ষম হন।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার ইতিহাস তাঁহার মুখেই বর্ণনা করিয়াছেন—

إِنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ

"(দশের অধিক—তের বা ততোধিক) মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন তিনি।"

মোছনাদে-আহমদ ও শামায়েল-তিরমিজী কেতাবে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে। স্বয়ং সালমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি পারস্যের ইস্পাহান অধিবাসী। আমার পিতা তথাকার বড় জমিদার বা রাজা ছিলেন। আমি তাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলাম। অতিশয় আদর মমতার দরুন তিনি আমাকে নিজ গৃহে আবদ্ধরূপে রাখিয়াছিলেন, কোথাও বাহিরে যাইতে দিতেন না, আমি পূজার অগ্নি রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলাম। আমার পিতার বিশাল খামার ছিল, একদা তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ আমাকে তাঁহার খামার দেখিবার জন্য পাঠাইলেন! পথিমধ্যে আমি নাছরাণীদের একটি উপাসনালয় গির্জ্জা হইতে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম, কতিপয় নাছরাণী তথায় নামায পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও বাহিরে আসিবার এবং লোকদেরে দেখার সুযোগই পাইয়া ছিলাম না। তাহাদের নামায পড়া আমার নিকট খুবই ভাল লাগিল, তাই আমি আমার পিতার আদেশ ভুলিয়া গিয়া তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবদ্ধ রহিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ধর্ম্মের প্রসার কোন

দেশে? তাহারা বলিল, সিরিয়ায়। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিলাম, এদিকে আমার পিতা আমার খোঁজে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খামারে না যাইয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? আমি তাঁহাকে গির্জ্জায় উপস্থিত হওয়ার ঘটনা শুনাইলাম এবং বলিলাম যে, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার অতিশয় পছন্দ হইয়াছে তাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায়ই কাটাইয়াছি। তিনি বলিলেন, হে বৎস! ঐ ধর্ম্মের কোন সার নাই, তোমার বাপ-দাদার ধর্ম্মই উত্তম। আমি বলিলাম, না—ঐ ধর্ম্মই উত্তম। এতদ্দৃষ্টে আমার পিতা আমার প্রতি শঙ্কিত হইয়া আমার পায়ে শিকল লাগাইয়া দিলেন। আমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি গির্জ্জার লোকদিগকে সংবাদ পাঠাইলাম যে, সিরিয়ায় যাত্রী কোন কাফেলার খোঁজ পাইলে আমাকে অবহিত করিবে। কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা আমাকে সেই খোঁজ দান করিল। যে দিন কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইবে সেই দিন আমি পায়ের শিকল খুলিয়া ফেলিয়া কাফেলার সঙ্গে পলায়ন করিলাম এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া গেলাম। তথায় আমি এক প্রধান পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণের এবং তাহার খেদমতে থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার আগ্রহ জানাইলাম, সে আমাকে তাহার নিকটে রাখিল। সে অত্যন্ত জঘণ্য মানুষ ছিল—লোকদিগকে দান-খয়রাতের ওয়াজ শুনাইত। লোকজন তাহার নিকট দান-খয়রাত আনিয়া দিলে সে তাহা গরীব-মিছকীনগণকে দিত না, নিজেই সব আত্মসাৎ করিত। এইভাবে সে সাত মটকি স্বর্ণ-রৌপ্য ভর্ত্তি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। লোকজন তাহাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করিল। আমি তাহাদিগকে তাহার অপকর্ম্ম অবহিত করিলাম এবং লুক্কায়িত স্বর্ণ-রৌপ্য দেখাইয়া দিলাম। তাহারা তাহার দুষ্কার্য্যে ক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার লাশ শূলি কাষ্ঠে লটকাইয়া প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিল। অতঃপর তাহার স্থলে অন্য একজন পাদ্রী নিয়োগ করা হইল। তিনি ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, দুনিয়ার লিপ্সাহীন, আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁহার সহিত আমার অতিশয় ভালবাসা জন্মিল। তাঁহার যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কি আদেশ করেন? আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব? তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানে খাঁটী ধর্ম্ম কোথাও নাই, সকলেই ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইরাকের "মাওসেল" এলাকায় একজন খাঁটী খৃষ্ট ধর্ম্মীয় পাদ্রী আছেন, তুমি তাঁহার নিকট চলিয়া যাইও। সেমতে আমি তথায় চলিয়া গেলাম এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইয়া আমি তাঁহার নিকটে থাকিলাম, বাস্তবিকই তিনিও ঐরূপ উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু উপস্থিত হইল। তাঁহাকে আমি ঐরূপ বলিলাম, তিনিও উক্ত

পাদ্রীর ন্যায় মন্তব্য করিলেন এবং আমাকে ইরাকেরই "নছীবীন" এলাকার এক পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম, তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি আমাকে "আমুরিয়া" নামক স্থানের পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম এবং তথায় আমি সঞ্চয়ের দ্বারা কিছু পশুপাল সংগ্রহ করিলাম। তাঁহার মৃত্যু উপস্থিতিতে তাঁহাকে অন্য কাহারও খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার নিকট খাঁটী একটি প্রাণীরও খোঁজ নাই, যাহার নিকট আশ্রয় লওয়ার পরামর্শ আমি তোমাকে দান করিব। অবশ্য এক নূতন নবীর আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, যিনি হযরত ইব্রাহীমের খাঁটী একেশ্বরবাদী আদর্শ নিয়া আসিবেন, আরবে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় জমি আর মধ্যস্থলে খেজুর বাগানের আধিক্য—এইরূপ একটি এলাকায় হিজরত করিয়া তথায় বসবাস করিবেন। সেই নবীর নিদর্শন এই হইবে যে, তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকন স্বরূপ খাদ্য সামগ্রী দিলে তাহা খাইবেন, কিন্তু ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাইবেন না এবং তাঁহার স্কন্দে "মোহরে-নবুয়ত" থাকিবে। যদি তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তুমি সেই দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করিও।

তাঁহার মৃত্যুর পর আমি কিছু দিন তথায় অবস্থান করিলাম; অতঃপর আরবের একদল বণিকের সাক্ষাৎ হইল, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের দেশে নিয়া যাও তবে আমি তোমাদিগকে আমার পশুপাল সব দিয়া ফেলিব। তাহারা রাজি হইল এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা "ওয়াদিল-কোরা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অন্যায় ভাবে আমাকে ক্রীতদাস-রূপে এক ইহুদীর নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি একজন হইতে অপরজনের নিকট বিক্রি হইতে লাগিলাম। এমনকি তের বা ততধিক মনিবের হাত-বদল হইলাম।

অবশেষে আমি এক মদিনাবাসী ইহুদীর নিকট বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিলাম। মদিনার এলাকা দেখিয়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, ইহাই ঐ স্থান যাহার কথা আমাকে পাদ্রী বলিয়াছিলেন। তখনও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে মদিনায় আসেন নাই। আমি অতি যত্নের সহিত তাঁহার প্রতিক্ষায় ব্যাকুল থাকিলাম। একদা আমি আমার মনিবের উপস্থিতিতে খেজুর গাছের উপরে কাজ করিতে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া আমার মনিবকে সংবাদ দিল যে, কোবা মহল্লায় মক্কা হইতে একজন লোক আসিয়াছে সে নবী বলিয়া দাবী করে। বৃক্ষের উপর হইতে আমি এই কথা শুনিতে পাইলাম এবং আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, এমনকি বৃক্ষ

হইতে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কোন প্রকারে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া মনিবকে সংবাদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মুষ্ঠাঘাত করিয়া বলিল, তুই তোর কাজে থাক, এই সংবাদের তোর আবশ্যক কি ?

আমি ত শুনিয়াই ফেলিয়াছি যে, নবী বলিয়া পরিচয় দানকারী এক ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাই বিকাল বেলা আমি কিছু খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া কোবা মহল্লায় উপস্থিত হইলাম এবং উহা হযরতের সম্মুখে পেশ করিলাম। হযরত (দঃ) উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমি বলিলাম, ইহা ছদকাহ্ বা দান। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) উহা সঙ্গীগণকে দিয়া দিলেন, নিজে উহা খাইলেন না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, একটি নিদর্শন ঠিক হইল যে, তিনি ছদকাহ-খয়রাত নিজে ব্যবহার করেন না। আর একদিন আমি কিছু খাদ্য সামগ্রী তাঁহার নিকট পেশ করিয়া বলিলাম, আপনি ছদকাহ-খয়রাত ব্যবহার করেন না দেখিয়া অদ্য আমি ইহা আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিতেছি। হযরত (দঃ) নিজে সঙ্গীগণ সহ উহা খাইলেন। আমি ভাবিলাম দুইটি নিদর্শন ঠিক হইল। অতঃপর একদিন তিনি বসিয়াছিলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাঁধের কাপড় হটাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার মোহরে-নবুয়ত দেখিলাম এবং শ্রদ্ধার সহিত চুম্বন করতঃ কাঁদিয়া উঠিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে সম্মুখে আনিলেন, আমি তাঁহাকে আমার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শুনাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

ক্রীতদাসরূপে ইহুদীর হস্তে আবদ্ধ থাকায় স্বাধীনতার সহিত হযরতের সাহচর্য্যতা লাভ করা সম্ভব হইতে ছিল না, এমনকি বদর এবং ওহোদ জেহাদেও আমি শরীক হইতে পারি নাই। তাই হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি 'মোকাতব' তথা বিনিময় আদায়ের শর্ত্তে মুক্তি লাভের চুক্তি করিয়া নেও। সেমতে আমি আমার মনিবের সঙ্গে আলাপ করিলে সে আমার মুক্তির জন্য দুইটি শর্ত্ত আরোপ করিল—(১) তিন বা পাঁচ শত খেজুর গাছের চারা সঞ্চয় করতঃ উহা রোপণ করিয়া ঐসব গাছে ফল আসা পর্য্যন্ত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। (২) চল্লিশ "উকিয়া" তথা ৬ সেরের অধিক পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিতে হইবে—এই দুই শর্ত্ত পূর্ণ করিলে পর আমি মুক্তি লাভ করিব বলিয়া চুক্তি হইল। হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, খেজুরের চারা প্রদান করিয়া তোমরা সকলে সালমানকে সাহায্য কর। সেমতে পাঁচটা দশটা করিয়া কতেক জনে খেজুরের চারা আমাকে প্রদান করিলেন, তিন বা পাঁচ শত খেজুর চারা জমা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, গাছ রোপণ করার গর্ত্ত তৈরী কর। অতঃপর হযরত (দঃ) তথায় আসিয়া নিজ হস্তে গাছগুলি রোপণ

করিলেন ; শুধু একটি গাছ ওমর(রাঃ) রোপণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরত এক বৎসরেই ঐ গাছগুলিতে ফল ধরিল। অবশ্য যেই গাছটি ওমর (রাঃ) রোপণ করিয়াছিলেন উহাতে এক বৎসরে ফল না ধরায় হযরত (দঃ) উহাকে উঠাইয়া পুনঃ রোপণ করিলে পর ঐ বৎসরই উহাতে ফল আসিয়া গেল—এইভাবে প্রথম শর্ত্ত পূর্ণ হইল।

এদিকে হযরতের নিকট কোথাও হইতে মুরগির ডিমের আকার ও পরিমাণ একটি স্বর্ণ চাকা উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সালমানকে দিয়া দাও এবং হযরত আমাকে উহা দ্বারা আমার মুক্তির শর্ত্ত পূরণ করিতে বলিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার জিম্মায় যে পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে ইহা দ্বারা ত উহার কিছুই হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিবেন। বাস্তবিকই যখন শর্ত্ত আদায় করার জন্য উহা ওজন দেওয়া হইল তখন ইহা চল্লিশ উকিয়া পরিমাণ দেখা গেল। এইরূপে উভয় শর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল এবং আমি আজাদ ও মুক্ত হইয়া গেলাম।

পাঠকবর্গ! সত্যের সাধনায় জয় লাভের নিশ্চয়তা দেখার উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন সালমান ফারেসী (রাঃ)। বাস্তবিকই সত্যের জন্য খাঁটীভাবে সাধনা করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জয়ী করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে—وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমাকে লাভ করার জন্য আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে আমি তাহাদের জন্য অবশ্যই আমার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথ সুগম করিয়া দিব।"

بود مورے هوس داشت کہ در کعبہ رسید

دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید

"এক পিপীলিকা কা'বা শরীফের দ্বারে পৌঁছিবার খাঁটী আকাঙ্খা করিতেছিল ; তাহার নিকটে একটি কবুতর বসিল ; সে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। কবুতরটি উড়িতে উড়িতে কা'বা ঘরের নিকট চলিয়া গেল, পিপীলিকার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রাঃ) এস্থলে উল্লেখিত ছাহাবীগণ ছাড়া আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণের মর্ত্তবা ও ফজিলত সম্পর্কীয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—তাল্‌হা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ), উসামা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আম্মার ও হোযায়ফা (রাঃ), আবু-ওবায়দাহ (রাঃ), খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ), সালেম মওলা হোজায়ফা (রাঃ), মোয়া'বিয়া (রাঃ), মোয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ), সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবু তাল্‌হা (রাঃ), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হোযাফা (রাঃ), হিন্দ বিনতে ওতবা (রাঃ)।

কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কীয় সমুদয় হাদীছের অনুবাদ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের তফছীর*

১৮৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে (পবিত্র কোরআনের) ক্বেরাত-বিশেষজ্ঞ হইলেন উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) এবং বিচার ও আইন বিশেষজ্ঞ হইলেন আলী (রাঃ)। এতদ সত্ত্বেও আমরা উবাই ইবনে-কায়া'বের একটা মতবাদের বিরোধিতা করিয়া থাকি—তিনি বলিয়া থাকেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে যে কোন শব্দ বা বাক্য একবার (কোরআনরূপে) শুনিয়াছি উহাকে কখনও ছাড়িব না। (পবিত্র কোরআনে উহাকে সর্ব্বদার জন্য বিদ্যমান রাখিবই।)

ওমর (রাঃ) উক্ত মতবাদেরই বিরোধিতা করেন এবং উহা খণ্ডনের প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا.....

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে সরাসরি কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভকারী—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন শরীফ নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ ছাহাবীগণ তাঁহাদেরই বিবৃতি দ্বারা প্রমাণিত আছে, কতিপয় বাক্যাবলী এমন আছে যাহা প্রথমে কোরআনরূপে নাযেল হইয়া ছিল, কিন্তু পরে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশক্রমেই ঐ সবের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্পর্কে শরীয়তের যে সব বিশেষ নির্দ্দেশাবলী রহিয়াছে তাহা ঐ সব বাক্যাবলীর উপর প্রযোজ্য থাকে নাই। যেমন নামাযের মধ্যে ক্বেরাত তথা কোরআনের কোন অংশ পাঠ করা ফরজ রহিয়াছে, সেস্থলে ঐ ধরণের বাক্যাবলী দ্বারা নামাযের সেই ফরজ আদায় হইবে না। এই শ্রেণীর বাক্যাবলী কেতাবে সংগৃহিত রহিয়াছে—(আল্-এত্‌ক্বান, ২—২৫ দ্রষ্টব্যঃ)

---

* পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতের তফছীর ও বিভিন্ন তথ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ঐরূপ হাদীছ বয়ান করা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিতরূপে গ্রন্থাকারে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ প্রচেষ্টা চালান হইলে পর এই সমস্যা দেখা দিল যে, উপরোল্লেখিত শ্রেণীর বাক্যাবলী কোরআনের মধ্যে শামিল করা হইবে কি না? এক্ষেত্রে উবাই ইবনে-কায়া'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, কোরআনরূপে যাহা একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনা গিয়াছে কোরআনের মধ্যে তাহা সবই শামিল থাকিবে। তিনি যেন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টিকেই অস্বীকার করিতেন। ওমর (রাঃ) উহারই বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কোরআন শরীফের কোন কোন অংশ মনছুখ বা রহিত করার নীতি ছিল। অতএব যে যে অংশের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে উহা কোরআনে শামিল থাকিবে না। মূল দাবীর প্রমাণে ওমর (রাঃ) নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন—ছুরা বাক্বারাহ প্রথম পারা ১৩ রুকুর আয়াত—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا.....

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি কোন আয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিলে কিম্বা হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দিলে, অবশ্যই উহার স্থলে উহা অপেক্ষা উত্তম বা অন্ততঃ উহার সমতুল্য (কিন্তু অধিক সময়োপযোগী) আর একটি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া থাকি। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুরই ক্ষমতা রাখেন এবং বিশ্বজোড়া আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই। আর আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের জন্য ঐরূপ বন্ধু ও সাহায্যকারী কেহ নাই। (একটি রহিত করিয়া অপরটি প্রবর্ত্তন করা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই হইয়া থাকে)।

তফছীর ঃ—কোন একটি সুদীর্ঘ বাণী বা প্রবন্ধের সঙ্কলক সাধারণতঃ স্বীয় বাণী ও প্রবন্ধের কোন কোন অংশ বাদ দিয়া, রহিত করিয়া বা রদ-বদল করিয়া থাকেন। এমনকি সম্পূর্ণ শুদ্ধ বিষয়ের কোন অংশ বা বাক্যকেও যে কোন সূক্ষ্ম কারণ বা শুধু স্বীয় নৈপুণ্যতাবলে পঠিত ও প্রচারিত রূপ হইতে বাদ দিয়া দেন; তখনও উহার মূল বিষয়বস্তু তাহার স্বীকৃত ও সমর্থিতই থাকে। তদ্রূপ চিকিৎসকও তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রে এবং ঔষধ তালিকায় পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বা স্বীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা বলে। এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় পরিগণিত; ইহার কোন সমালোচনা কখনও করা হয় না।

অসীম জ্ঞান-গুণ, নৈপুণ্য-দক্ষতা এবং দয়া ও দরদের অধিকারী মহান আল্লাহ তায়ালাও স্বীয় কালাম ও সুদীর্ঘ বাণী পবিত্র কোরআনের মধ্যে ঐ শ্রেণীর নিপুণতা

ও মানবের প্রতি স্বীয় করুণা দেখাইয়াছেন এবং সেই ধরনের রহস্যজনক সূত্রেই উহাতে কিছু রদবদল সংঘটিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।* অবশ্য মানুষের রদবদল ও পরিবর্ত্তন ত অনেক সময় অজ্ঞতা, বিভিন্ন দুর্ব্বলতা বা অসতর্কতা সূত্রের ভুল-শুদ্ধিরূপেও হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ মহান আল্লাহ তায়ালার কালামে ঐ ধরণের রদবদলের কোন সম্ভাবনাই নাই।

পবিত্র কোরআনে মন্‌ছুখ বা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক রদবদলের প্রকার বিভিন্ন রহিয়াছে। আগ্রহশীল লোকগণ বিজ্ঞ আলেম বা তাঁহাদের রচিত জ্ঞান-ভাণ্ডার মারফৎ উহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

উল্লেখিত আয়াতে দুইটি বস্তু রহিয়াছে—একটি হইল মন্‌ছুখ করা, এস্থলে পরিবর্ত্তিত ও প্রবর্ত্তিত উভয়টিই লোকদের গোচরে ও জ্ঞানে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দেওয়া, এস্থলে পরিবর্ত্তিত বিষয়বস্তু সকলের এমনকি স্বয়ং রসুলের গোচর ও জ্ঞান হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন—বর্ত্তমান ৭৩ আয়াত সম্বলিত ছুরা আহ্‌জাবটি আয়েশা (রাঃ) ও উবাই-ইবনে-কায়া'ব (রাঃ)-এর বয়ান অনুযায়ী প্রায় ছুরা-বাক্বারাহ পরিমাণ ২০০ আয়াতের ছিল। এই শ্রেণীর আরও কতিপয় তথ্য বর্ণিত আছে। (আল-এতক্বান ২—২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৮৮১। **হাদীছ ঃ**— ওমর (রাঃ) আনন্দ প্রকাশে বলিতেন, তিন ক্ষেত্রে প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশ ও বিধান আমার অভিলাস অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—

(১) হজ্জ ও ওমরা আদায়ে তওয়াফ করার পর যে দুই রাকাত নামায পড়ার বিধান রহিয়াছে সেই নামায "মকামে-ইব্রাহীম" নামক প্রস্তরটি যথায় রক্ষিত উহার নিকটবর্ত্তী আদায় করার বাসনা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলাম ; ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাজেল হইল—

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"মাকামে-ইব্রাহীমকে (বিশেষ সময়ে) নামাযের স্থান বানাও।" (১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(২) একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার নিকট ভাল-মন্দ সব রকম লোকই আসিয়া থাকে। (আপনার বিবি—) মোছলেম-জননীগণকে

---

* আয়াতের শানে-নজুল এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইসলামের বিধানপত্র পবিত্র কোরআনের কোন কোন বিষয় মনছুখ বা রদবদল হইতে দেখিয়া কাফেরগণ বিদ্রূপ করিতে লাগিল—মোসলমানদের খোদা ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, কি বিধান প্রবর্ত্তন করিবেন। এই অযৌক্তিক বিদ্রূপের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত নায়েল হইয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, এই রদবদল ভুল-ত্রুটিজনিত বা অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা প্রসূত রদবদল নহে, বরং বিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও স্নেহ-মমতা সূত্রের রদবদল।

পর্দ্দায় থাকিবার আদেশ করিলে ভাল হয়। ইতি মধ্যেই পর্দ্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযেল হইল।

(৩) বিবিগণের কাহারও কাহারও আচরণে নবী (দঃ) ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতি নারাজ হইলেন। আমি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদের নিকট গেলাম এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিলাম যে, আপনারা এইরূপ আচরণ হইতে বিরত না থাকিলে আল্লাহ তায়ালা নবী (দঃ)কে আপনাদের স্থলে উত্তম বিবি দান করিবেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বিবির নিকট এই সতর্কবাণী লইয়া পৌঁছিলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,, হে ওমর রসুলুল্লাহ (দঃ) কি তাঁহার বিবিগণকে উপদেশ দান করিতে পারেন না? যদ্দরুন আপনি উপদেশ খয়রাত করিতে আসেন!

ইতিমধ্যেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ -

হে নবী-পত্নিগণ! "তোমাদিগকে যদি নবী তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ অচিরেই এরূপ করিতে পারিবেন যে, তোমাদের পরিবর্ত্তে উত্তম পত্নি তাঁহাকে দান করেন।" (২৮ পাঃ ১৯ রুঃ)

১৮৮২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ইহুদী-নাছারা আহলে-কেতাবগণ তাহাদের হিব্রু ভাষার তৌরাত কেতাব আরবী ভাষায় তরজমা করিয়া মোসলমানদিগকে শুনাইয়া থাকিত। সে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, আহ্‌লে-কেতাবদের ঐসব পঠিত বিষয়াবলী (নিজের কেতাব ও রসুলের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) সত্যরূপেও গ্রহণ করিও না এবং (মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) মিথ্যাও বলিও না, বরং (ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিয়া) তাহাদিগকে ঐ ঘোষণাই শুনাইয়া দাও যাহা তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে শিক্ষা দিয়াছেন। ছুরা বাক্বারাহ ১ম পারা ১৬ রুকুর আয়াত—

قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا.....

তফছীর ঃ—আহ্‌লে-কেতাব—ইহুদী-নাছারাগণ মোসলমাগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্ম অবলম্বনের প্রতি আকৃষ্ট করিত। তাহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আল্লাহ তায়ালা এই শিক্ষা দিয়াছেন—হে মোসলমানগণ! তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দাও যে, আমরা তোমাদের

কথার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিব না। তোমরা ত দাবী কর আল্লার প্রতি ঈমান রাখার, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের দাবী মিথ্যা। তাই তোমরা আল্লার নির্দ্দেশাবলী মান্য কর না, তাঁহার অনুগত হও না, তাঁহার সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করিয়া থাক। আমরা তোমাদের ন্যায় নহি, বরং আমরা সঠিকরূপে আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং (তাঁহার সর্ব্বশেষ রসুল মারফৎ) আমাদের নিকট যে কেতাব প্রেরণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

বিধর্ম্মীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেস্থলে বাঁচিবার সহজ উপায় ইহাই যে, সকল প্রকার inferiority complea আত্ম-হেয়তাকে এড়াইয়া মুখে, মনে এবং কার্য্যে স্বীয় খাঁটী ঈমানের ঘোষণা করিলে জ্বিন জাতীয় ও মানুষ জাতীয়—সকল প্রকার শয়তানই পালাইতে বাধ্য হইবে। দুঃখের বিষয় অধুনা আমাদের নব্য শিক্ষিত ভাইগণ বিধর্ম্মীদের মোকাবিলায় ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দিতেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও হেয়তা অনুভব করিয়া থাকেন; ইহাই তাহাদের বিভ্রান্ত হওয়ার মূল কারণ।

১৮৮৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া আনা হইবে, তিনি পূর্ণ আদব ও তাওআজুর সহিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে হাজির হইবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি স্বীয় উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তিনি বলিবেন, হাঁ। অতঃপর তাঁহার উম্মৎগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, নূহ (আঃ) তোমাদিগকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, (সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া) সতর্ককারী কোন মানুষই আমাদের নিকট আসিয়াছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার দাবীর উপর কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলিবেন, হাঁ—আমার সাক্ষী মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মৎ। সেমতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মৎগণ সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) তাঁহার উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন।

(এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হইবে—তোমাদের যুগ ত অনেক পরের যুগ; পূর্ব্বের যুগের বিষয় বস্তু তোমরা কিরূপে জানিতে পারিলে? উত্তরে উম্মতে মোহাম্মদীগণ বলিবে, আমাদের রসুল (দঃ) আমাদিগকে এই তথ্য জ্ঞাত করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলাম।) রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তোমাদের উক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন। ইহাই হইল এই আয়াতের মর্ম্ম।

وكذلك جعلناكم امة وسطا ...

তফছীর ঃ— ছুরা বাকারাহ দ্বিতীয় পারা প্রথম রুকুর এই আয়াত—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এই আয়াতের পূর্ব্বে আল্লাহ তায়ালা কেবলা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দী হইতে বনী-ইসরাইলের সমস্ত নবীগণের শরীয়তে যে কেবলা প্রচলিত ছিল, তথা বাইতুল মোকাদ্দাস আজ হইতে উহার স্থলে বাইতুল্লাহ বা কা'বা শরীফকে কেব্‌লা নির্দ্ধারিত করা হইল। বনী-ইসমাঈলের একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের জন্য এই কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা একটি দিকের পরিবর্ত্তন ছিল মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি বিরাট পরিবর্ত্তন ও রদবদলের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পর হইতে ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব বরং জাগতিক নেতৃত্বও বনী-ইসরাঈলদের হাতে চলিয়া আসিতেছিল। হযরত ঈছা আলাইহেচ্ছালামের যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বনী-ইসরাঈলগণ অগণিত অপরাধের শিকার হইয়াছে। তাহাদের অপরাধের কতিপয় নমুনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার পর আল্লাহ তায়ালা কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, নেতৃত্ববাহী জাতি বনী-ইসরাঈলগণ এই ধরনের অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের হাত হইতে নেতৃত্ব ছিনাইয়া বনী-ইসমাঈল তথা হযরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাহার উম্মতের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উহারই প্রভাবে সেই অপরাধী নেতৃত্ববাহীদের সর্ব্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত কেব্‌লা পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীর নিজস্ব কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। সুতরাং কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি শুধুমাত্র দিকের পরিবর্ত্তনই ছিল না, বরং ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব উহার সুদীর্ঘকালের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে আসিল—কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি উহারই ইঙ্গিত, নিদর্শন ও জয়ধ্বনি।

উম্মতে মোহাম্মদীর এই বিরাট মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত বহনকারী বিষয়টি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেছেন, وكذلك جعلنا كم..... অর্থাৎ—তোমাদিগকে দুনিয়াতে নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি, আবার মোহাম্মাদুর রসুলুল্লার সাহচর্য ও শিক্ষার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের উপযোগী গুণ-জ্ঞানেরও সমাবেশ করিয়াছি। তোমাদের এই

ইহকালীন মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায় পরকালেও তোমরা এক উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইবে। তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী (নবীগণের পক্ষে তাঁহাদের উম্মতী) লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকারী হইবে এবং সে সম্পর্কে তোমাদের রসুল (দঃ) তোমাদের সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন, ইহা কত বড় মর্য্যাদা ও সম্মান!

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"হে মোমেনগণ তোমাদের উপর রোযা ফরজ হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের উপর ফরজ হইয়াছিল।" (২ পাঃ ৭ রুঃ)

যথা—হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের উপর মহরমের ১০ তারিখ তথা আশুরার রোযা ফরজ ছিল। ঐ রোযা ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের নবীজীর উম্মতের উপরও ফরজ ছিল; রমজানের রোযা ফরজ হইলে আশুরার রোযা ফরজ থাকে নাই, অবশ্য উহার অনেক ফজীলত এখনও বাকি আছে এবং উহা ছুন্নত। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য

১৮৮৪। হাদীছ ঃ—আস্‌আছ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট আসিলেন তখন তিনি খানা খাইতে ছিলেন। আস্‌আছ (রঃ) বলিলেন, আজ ত আশুরার দিন! আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রমজানের রোযা ফরজ হইবার পুর্ব্বে এই আশুরার রোযা (ফরজরূপে) রাখা হইত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব তুমিও আস এবং খাওয়ায় অংশ গ্রহণ কর।

● ২ পাঃ ৭ রুঃ ১৮৪ তম আয়াতের মধ্যবর্ত্তী অংশের অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর পঠন অনুযায়ী এই—"রোযা রাখা যাহাদের শক্তির বাহিরে তাহারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করিবে।

১৮৮৫। হাদীছ ঃ—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত সুযোগ রহিত হয় নাই এখনও উহা প্রচলিত। কোন পুরুষ বা মহিলা যদি এরূপ বৃদ্ধ হইয়া যায় যে, সে রোযা রাখায় সক্ষমই নহে তবে সে প্রতি দিন রোযার বিনিময়ে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পরিপূর্ণরূপে খাওয়াইয়া দিবে।

১৮৮৬। হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও ভাল অবস্থায় রাখ, আখেরাতেও ভাল অবস্থায় রাখিও। আর আমাদিগকে দোযখের আজাব হইতে বাঁচাইও।"

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা নবম রুকুর মধ্যে উক্ত দোয়াটি উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে শুধু হজ্জ উপলক্ষে উক্ত দোয়া করার উল্লেখ আছে। আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, হযরত নবী (দঃ) হজ্জ উপলক্ষ ছাড়া অন্যান্য সময়েও এই দোয়া করিয়া থাকিতেন।

১৮৮৭। হাদীছ ঃ— নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর (রাঃ) (অত্যধিক আদব-তাজিম ও মগ্নতার সহিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন।) কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করিলে উহা হইতে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই বলিতেন না।

একদা আমি কোরআন শরীফ খুলিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ পড়া শুনিতেছিলাম। তিনি ছুরা বাক্বারাহ পড়িতে ছিলেন। যখন (نساؤكم حرث لكم) এইস্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক নীতির বিপরীত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, জান কি এই আয়াত কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল হইয়াছে।

১৮৮৮। হাদীছ ঃ—ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ প্রবাদ ছিল যে, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস করিলে সন্তান টেক্‌রা হয়; উহারই প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল হইয়াছে—

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم

তফছীর ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা ১২ রুকুর এই আয়াত—

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্রীসহবাসের ধারে-কাছেও যাইও না যাবৎ না স্ত্রী পাক হইয়া যায়। স্ত্রী ঋতু হইতে পাক হইলে পর তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পার ঐ পথে যে পথে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে।)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য মানব-বীজ বপনের ক্ষেত্র; সেমতে তোমরা তোমাদের বীজ-বপন ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিতে পার যে অবস্থায় বা যেদিক হইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ সহজ ও সরল তথা সম্মুখদিক ছাড়া যদি কোন অসুবিধাকে এড়াইবার জন্য পশ্চাৎদিক হইতে ব্যবহার করিতে চাও তাহাতেও কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আয়াতের মর্ম্ম শুধু দিকের স্বাধীনতা অর্থাৎ সম্মুখদিক হইতে বা পশ্চাৎ দিক হইতে উভয় দিক হইতেই অনুমতি রহিয়াছে,

কিন্তু উভয় অবস্থায়ই মূল কার্য্য-স্থান একমাত্র আল্লার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে হইবে এবং উহা হইল "জননেন্দ্রিয়"; একমাত্র উহাই মানব-বীজ বপনের স্থান। স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গেও মল দ্বারে সহবাস করা সকল ইমামগণের মতেই হারাম।

১৮৮৯। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোরআন একত্রে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধকারী) ওসমান (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم..... আয়াতটি সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, এ সম্পর্কীয় অন্য একটি আয়াত দ্বারা এই আয়াতটির হুকুম মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে উক্ত আয়াতকে কোরআন শরীফে শামিল রাখা হইল কেন? ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যাহা কিছু পবিত্র কোরআনে শামিল থাকা স্থিরীকৃত রহিয়াছে উহার কোন একটি বস্তুও আমি হটাইতে পারি না।

তফছীর ঃ— ছুরা বাকারাহ দ্বিতীয় পারা ১৫ রুকুর আয়াত—

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ -

"যাহারা স্ত্রীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের কর্ত্তব্য—তাহাদের স্ত্রীগণ সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া যাওয়া যে, তাহাদিগকে যেন এক বৎসরকাল খোর-পোষের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে যেন (স্বামীর ঘর-বাড়ী হইতে) তাড়াইয়া দেওয়া না হয়।"

ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর ইদ্দৎ এক বৎসরকাল ছিল এবং এ সম্পর্কে নারীদের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক দুঃখ কষ্ট ভোগের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগেও এই ইদ্দৎ এক বৎসরকালই ছিল। এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য দুঃখ কষ্টের কুপ্রথা সমূহকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখনও মিরাছ বা উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান জারি হয় নাই। তাই এই এক বৎসরকাল থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য স্বামী কর্ত্তৃক অছিয়ত করিয়া যাওয়ার বিধান ছিল।

পরবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে পর উক্ত অছিয়তের আদেশ মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া যায়। যেহেতু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা স্ত্রীর প্রাপ্ত-মিরাছের দ্বারাই যথেষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসর কালকেও কম করিয়া ইদ্দতের সময় চার মাস দশ দিন করিয়া দেওয়া হয়। এ সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

"যে সব স্ত্রীদের স্বামী মারা যায় তাহারা নিজকে ইদ্দতে আবদ্ধ রাখিবে চার মাস দশ দিন।"

তেলাওয়াতের মধ্যে এই আয়াতটি কোরআন শরীফে উপরোল্লেখিত আয়াতটির পূর্ব্বে রহিয়াছে; কিন্তু নাযেল হওয়ার সময় পূর্ব্বোক্ত এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি প্রথমে নাযেল হইয়াছিল এবং চার মাস দশ দিন বর্ণিত আয়াতটি পরে নাযেল হইয়াছিল, সুতরাং নাছেখ মন্‌ছুখ হওয়ার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি যেহেতু মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে তাই আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই আয়াতের বধিান ও আদেশ যখন বাকি থাকে নাই, তখন ইহাকে লেখায় এবং তেলাওয়াতে বাকি রাখা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের সঙ্গে দুইটি বিষয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে— (১) আয়াতের মর্ম্ম ও অর্থ অনুযায়ী বিধান ও আদেশ-নিষেধ, (২) তেলাওয়াত তথা উহার প্রতি অক্ষরে দশ দশ নেকী হওয়া, অজু ব্যতিরেকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ হওয়া, উহা দ্বারা নামাযের কেরাত পড়া ইত্যাদি।

আলেমুল-গায়েব বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা যে কোন রহস্য সূত্রে কোন কোন আয়াতের মর্ম্ম ও বিধান বলবৎ রাখিয়াও উহার তেলাওয়াত মন্‌ছুখ ও রহিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮০ নং হাদীছে ওমর (রাঃ) এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই বলিয়াছেন যে, উহা পবিত্র কোরআনে শামিল থাকিবে না। ইহার বিপরীত কোন কোন আয়াত এই রূপও আছে যাহার মর্ম্ম ও বিধান মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তেলাওয়াত মন্‌ছুখ হয় নাই। আলোচ্য হাদীছে এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা অবশ্যই কোরআন শরীফে শামিল থাকিবে, উহার এক অক্ষরও পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। বক্ষ্যমান হাদীছের প্রশ্নজনিত আয়াতটি এই শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপয় আয়াত কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৯০। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে-আর্‌কাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথা বলিয়া থাকিতাম। আবশ্যকীয় জিজ্ঞাসাবাদে পরস্পর কথা বলা হইত যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

قُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ "নামাযের মধ্যে আল্লার প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন পালনার্থে একাগ্রচিত্তে শান্ত, ক্ষান্ত, নিবৃত্ত ও নির্লিপ্তরূপে দাঁড়াও।" এই আয়াত নাযেল হইলে পর আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা হইতে বিরত থাকায় আদিষ্ট হইলাম।

১৮৯১। হাদীছ ঃ একদা ওমর (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বলিতে পার কি, এই আয়াতটি কি মর্ম্মে নাযেল হইয়াছিল ? ..... أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন, তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এই উত্তরে ওমর (রাঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, তোমরা জান, কি—জান না, তাহা বল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন! এ সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিষয় আছে। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, নিজকে (এরূপ ক্ষেত্রে) তুচ্ছ না ভাবিয়া মনের কথা বলিয়া ফেল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে মানুষের আমল সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আমল সম্পর্কে ? বয়ঃকনিষ্ঠ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিস্তারিতরূপে অধিক কিছু বলিলেন না। তখন ওমর (রাঃ) নিজেই অধিক বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে—কোন লোক যাহার ধন-দৌলত ছিল, সুতরাং সে সব রকম এবাদত ও নেক কাজই করিতে পারিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যে, মানব জাতির পরীক্ষার জন্য শয়তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শয়তান যখন তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে (খোদা প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহারে উহা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করিয়া শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে এবং) এমন এমন গোনাহ বা এই পরিমাণ গোনাহ করিয়াছে যদ্দরুন তাহার নেক আমল সমূহ বিনষ্ট বা গোনাহের আধিক্যে নিমজ্জিত, নির্ব্বাপিত এবং বেষ্টিত ও আবৃত হইয়া গিয়াছে। (ফলে কেয়ামতের নিদারুণ কঠিন দিনে—যখন মানুষ একমাত্র নেক আমলের প্রতি জীবন ধারণ ও জীবন রক্ষার স্তরে সর্ব্বাধিক প্রত্যাশী হইবে, তখন সে তাহার কৃত নেক আমলের যথার্থ ফলাফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের বিষয় তাহা বুঝাইবার জন্যই বাহ্যিক জগতের হাল-অবস্থার সমবায়ে গঠিত একটি দৃষ্টান্ত উক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।)

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা বাকারাহ তৃতীয় পারা চতুর্থ রুকূর আরম্ভ হইতে আল্লাহ তায়ালা ছদকাহ্ বা দান-খয়রাতের ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গে

সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ছওয়াব লাভ করিতে হইলে দান-খয়রাতকে দুইটি জিনিষ হইতে অবশ্যই পাক পবিত্র রাখিতে হইবে—(১) "মন্ন্" উপকার ও দান-খয়রাতকে উপলক্ষ করিয়া দান-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করা, (২) "আজা"—দান-খয়রাত করিয়া উহার ঔদ্ধত্যবশে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কষ্ট ও ব্যথাদায়ক ব্যবহার করা।

তারপর আল্লাহ তায়ালা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যদি দান-খয়রাতকে উক্ত বস্তুদ্বয় হইতে পাক পবিত্র না রাখ, তবে তোমাদের দান-খয়রাত বাতেল—নিষ্ফল ও অকেজো হইয়া যাইবে। যেরূপ রিয়াকার বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যকারী ঈমানহীন অমোসলেম মোনাফেক ব্যক্তির দান-খয়য়াত বাতেল—নিষ্ফল ও অকেজো হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কাফের অমোসলেমদের দান-খয়রাত বাতেল ও ফলহীন হওয়ার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি অতি মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালু জমিয়াছে, (যাহার মধ্যে কোন বীজ পতিত হইলে উহা হইতে চারা জন্মা সম্ভব ছিল, কিন্তু) উহার উপর মূষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ঐ মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালুর চিহ্নও থাকিতে পারে নাই। (তদ্রূপ কাফেররা দান-খয়রাত ইত্যাদি যে সব সৎকাজ করিয়া থাকে যাহার সুফল কেয়ামতের দিন পাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহাদের কুফুরী ও ঈমান-হীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহাদের সৎকার্য্যাবলী সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হইবে।) ফলে তাহারা তাহাদের কৃত সৎকার্য্যাবলীর কোন ফলই লাভ করিতে পারিবে না। সৎকার্য্য দ্বারা মানুষ যে বেহেশ্‌ত লাভ করিবে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদিগকে সেই বেহেশ্‌তের খোঁজও দিবেন না।

রিয়াকারী—লোক দেখানো উদ্দেশ্য এবং কুফুরীর কারণে যে দান-খয়রাত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত হয় নাই তাহার উল্লেখিত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পর উহার বিপরীত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত দান-খয়রাতেরও একটা দৃষ্টান্ত আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন—পার্ব্বত্য এলাকায় অতি উর্ব্বর উঁচু টিলার উপর যদি একটি বাগান থাকে এবং সময় মত পূর্ণ বৃষ্টির পানিও ঐ বাগানে বর্ষিত হয়, সেই বাগান দ্বিগুণ ফল জন্মাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ মোমেন ব্যক্তি এখলাছের সহিত আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দান-খয়রাত করিবে এবং "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত ও পরোপকার বিধ্বংসী পাপ হইতে উহাকে পাক পবিত্র রাখিবে। উহার ফলও কেয়ামতের দিন সে বহুগুণে লাভ করিবে। পক্ষান্তরে মোমেন হইয়া, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিয়া তারপর "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদি দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সেই দান-খয়রাতকে

নিষ্ফল ও বিনষ্ট করিয়া দিলে তাহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হইবে তাহা বুঝাইবার জন্যও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন—

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ...فَاحْتَرَقَتْ

অর্থাৎ—এক ব্যক্তির একটি বাগান আছে, বাগানটি অতি বড় এবং উহাতে প্রবাহিত নদী-নালা রহিয়াছে। যদ্দারা উহাতে প্রচুর পরিমাণ সেচকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। উহাতে খেজুর গাছ আছে, আঙ্গুর গাছ আছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সব ফলেরই গাছ উহাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। (বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন মউসুম, তাই প্রায় সারা বৎসরই সে বাগান হইতে উৎপন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে।) বাগানটির মালিক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছে (যদ্দরুন সে রোজী-রোজগার করিতে অক্ষম,) অথচ তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে অনেক, (তাই তাহার উপর ব্যয়ের বোঝা অধিক, কিন্তু আয়ের অছিলা তাহার জন্য ঐ বাগানটি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং ঐ বাগানটি তাহার জন্য কি পরিমাণ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়—) এমন অবস্থায় সেই বাগানটির উপর এক অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হইয়া উহাকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। এইরূপ দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ অনুতাপের ঘটনার সম্মুখীন হওয়াকে কেহ নিজের জন্য পছন্দ করিতে পারে কি? কখনও নহে।

মোমেন ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিলে সেই দান-খয়রাত উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন ফল-ফুল শোভিত বাগানের ন্যায়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট মোমেন ব্যক্তি তাহার সেই দান-খয়রাতের প্রচুর পরিমাণ ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু "মন্ন" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সে তাহার দান-খয়রাতকে ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকিলে কেয়ামতের দিন—যে দিন মানুষের পক্ষে বাঁচিবার ও নাজাত পাইবার জন্য নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াব ভিন্ন অন্য কোন উপায়-অছিলা থাকিবে না এবং মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগী অপেক্ষা সেই দিন দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াবের প্রতি সর্ব্বাধিক মোহতাজ ও প্রত্যাশী হইবে—সেই কঠিন দুর্য্যোগের দিনে সে দেখিতে পাইবে যে, পাপের অগ্নি-বায়ু তাহার দান-খয়রাতের সুজলা সুফলা বাগানটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। যেই বাগান হইতে তাহার প্রচুর পরিমাণ ছওয়াবের চিরস্থায়ী ফল লাভের সুযোগ ছিল উহা হইতে আজ সর্ব্বাধিক আবশ্যকের সময় এক কড়ি ফল লাভের সুযোগও তাহার নাই। এইরূপ বেদনাদায়ক দুঃখ জনক অনুতাপের

সম্মুখীন হইতে কেহই পছন্দ করিতে পারে না। সুতরং দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্য করিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন উহা ধ্বংসকারী পাপ অনুষ্ঠিত না হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ - আলোচ্য আয়াতটির পূর্ব্বাপর আয়াত সমূহ এবং ঐ সবের মূল বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, উক্ত আয়াতে ছদ্‌কাহ্ বা দান-খয়রাত-বিশেষের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ু সমতুল্য পাপ দ্বারা "মন্ন্" ও "আজা" পাপ-বিশেষকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—কোরআন পাকের আয়াত সমূহ শানে-নুজুল বা পূর্ব্বাপর আয়াত ও বিষয় বস্তুর বিন্যস্ততা দৃষ্টে বস্তু বিশেষ বা ক্ষেত্রবিশেষের জন্য আবদ্ধ মনে হইলেও অনেক স্থানে আয়াতের নিজস্ব মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য থাকে যাহা উক্ত আবদ্ধতামুক্ত। কোরআন পাকের মধ্যে এই শ্রেণীর আয়াতের বহু নজীর রহিয়াছে। আলোচ্য আয়াতটিও ঐ শ্রেণী ভুক্তই। বহু গুণাবলী বিশিষ্ট বাগানের দৃষ্টান্তে শুধু ছাদ্‌কাহ্ বা দান-খয়রাতই উদ্দেশ্য নহে, বরং সকল প্রকার নেক আমলই উদ্দেশ্য। ইহার ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল মানুষ কেয়ামতের দুর্য্যোগময় দিনে লাভ করিবে। আর উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ুর দৃষ্টান্তে শুধু "মন্ন্" ও "আজা'ই উদ্দেশ্য নহে' বরং সকল প্রকার গোনাহ ও পাপই উদ্দেশ্য যদ্দ্বারা নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত, বরং লুপ্তও হইয়া যায়। বক্ষ্যমান হাদীছটির তাৎপর্য্য ইহাই।

গোনাহের দ্বারা নেক আমলের ক্ষতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে হইতে পারে—প্রথমতঃ এক শ্রেণীর বিশেষ গোনাহ আছে, যদ্দ্বারা বিশেষ নেক আমল ধ্বংস হইয়া থাকে। যেমন—"মন্ন্" ও "আজা" দ্বারা ছদ্‌কাহ্ ও দান-খয়রাতের ছওয়াব ধ্বংস হয়। "রিয়া—লোক-দেখানো উদ্দেশ্য" দ্বারাও ছদ্‌কাহ্, খয়রাত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ ইত্যাদি নেক আমল সমূহের ছওযাব ধ্বংস হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর গোনাহ বা পাপ আছে, যদ্দ্বারা সারা জীবনের সকল প্রকার নেক আমলই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। উহা হইল কুফুরী ও শেরেক জনিত গোনাহ। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কার্য্যেও যাবতীয় নেক আমলের ছওয়াব ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া পবিত্র কোরআন ছুরা "হুজুরাতে" ইঙ্গিত রহিয়াছে। (বয়ানুল কোরআন দ্রষ্টব্যঃ)।

তৃতীয়তঃ অখাদ্য-কুখাদ্য দ্বারা যেমন মানুষের স্বাস্থ্য, দেহ ও বল শক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষতি অনেক সময় এত অধিক হয় যে, উহাকে তাহার ধ্বংস বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে! তদ্রূপ সব রমক গোনাহ ও পাপের দ্বারাই সকল প্রকার নেক আমলই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে—নেক আমলের বল-শক্তি

বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যাহার ফলে নেক আমলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ অধিক নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা—আগ্রহ বর্দ্ধিত করা, দেলের মধ্যে বিশেষ নূর ও আলোর সঞ্চার করা যাহার সাহায্যে অন্যান্য নেক আমলের দ্বার উন্মুক্ত হয়—সত্যকে দেখিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গোনাহ ও পাপের দরুন নেক আমলের উক্ত ক্রিয়া ভয়ানকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এমনকি নেক কার্য্যের বাহ্যিক ও সাধারণ খোলসটি মুর্দ্দা লাশের ন্যায় বাকি থাকিলেও তাহার বল-শক্তি এতই ক্ষীণ হইয়া যায় যে, উহাকে তাহার জন্য ধ্বংস বলা যায়।

চতুর্থতঃ নেক আমল করার পর গোনাহ করিতে থাকিলে এবং নিয়মিত তওবার দ্বারা উহার প্রতিকার না করিলে স্বভাবতঃই গোনাহের আধিক্যে তাহার নেক আমল আবৃত ও নিমজ্জিত হইয়া যাইবে, ফলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সে পাপীদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য হইবে এবং নেক আমলের সুফল তথা দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ বিলম্বিত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার নেক আমল তাহার পরিত্রাণের প্রথম পর্য্যায়ে নিষ্ফল দেখা যাইবে।

১৮৯২। হাদীছ:—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله "তোমাদের অন্তরে যে সব খেয়াল বা ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে উহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ—আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের হইতে লইবেন।" এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী আয়াত দ্বারা ইহা মনছুখ হইয়াছে।

ব্যাখ্যা:—তৃতীয় পারা ছুরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহের একটি আয়াত—

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ—তোমাদের অন্তরে ও মনে যে সব কু-খেয়াল, কু-ধারণা, কু-কথা বা খারাব ইচ্ছা জন্মে তোমরা মুখে ও কার্য্যে উহা প্রকাশ কর বা অন্তরের মধ্যেই গোপন রাখ—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিকে ঐ সবের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করিবেন।

মানুষের অন্তরে স্বভাবতঃই নানাপ্রকার কল্পনা, ধারণা, খেয়াল ও ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এমন এমন খেয়ালও থাকে যাহা মুখে প্রকাশ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায় বা গোনাহগার হয়। এমন এমন ইচ্ছাও থাকে যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে গোনাহগার হইতে হয়। এমন এমন কুৎসিত কল্পনাও থাকে যাহা অতি জঘন্য ও গোনার কাজ—এই শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা মানুষের অন্তরে তাহার

ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্তরূপেও হয় আবার কোন কোনটা তাহার ইচ্ছা, বা জন্মদান ও স্থান দান ব্যতিরেকেই তাহার অন্তরে স্বাভাবিক বুদবুদ (bubble) রকমে উদিত হইয়া থাকে। এমনকি এই ধরণের বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনার সঞ্চার হইতে সর্ব্বদা সারা জীবন মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকা মানবের পক্ষে তাহার স্বভাবের বিপরীত ও অসম্ভব। এই সবকেও যদি গোনাহ গণ্য করা হয় এবং উহা হইতে মুক্ত থাকার আদেশ করা হয়, তবে বলিতে হইবে, মানবকে তাহার শক্তির বাহিরে অসম্ভব কাজের আদেশ করা হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে “ما في انفسكم......يحاسبكم به الله” যত “কিছু খেয়াল, ধারণা বা কল্পনা ও ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে আছে আল্লাহ তায়ালা সবগুলির হিসাব তোমাদের নিকট হইতে লইবেন”—এই ঘোষণার ব্যাপকতায় ঐ অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর কল্পনাসমূহও বিচারাধীন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তাই ছাহাবীগণ এই আয়াত নাযেল হইলে পর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা স্বীয় ভয়-ভীতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাশে প্রকাশ করেন।

উল্লেখিত আয়াতের শব্দার্থের ব্যাপকতা দৃষ্টে ছাহাবীগণের উপস্থিত ভয়-ভীতি অমূলক ছিল না, তাই হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে ভয়-ভীতি হইতে নিবৃত্ত না করিয়া মূল বিষয়ের সুরাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লাভ করার ব্যবস্থা স্বরূপ তাঁহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ তাহাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা স্বরূপ ছাহাবীগণের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের ভয়-ভীতি নিরসনের জন্য উল্লেখিত আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দান কল্পে এই আয়াত নাযেল করিলে—لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا “মানুষকে আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঐ শ্রেণীর কার্য্যেই বাধ্য করেন যাহা তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের গণ্ডীভুক্ত। অর্থাৎ একমাত্র এই শ্রেণীর কার্য্যেই মানুষের হিসাব ও বিচার হইবে।”

এই আয়াতের দ্বারা পূর্ব্ব আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া গেলে যে, অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা সমূহ হিসাব ও বিচারাধীন হইবে না।

আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াতকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন, পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতটি এই আয়াত দ্বারা মনছুখ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ উহার মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য ব্যাপক নহে ; বরং ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্ত খেয়াল ও পাকা পোক্তা ইচ্ছা যাহা কোন প্রতিবন্ধক না হইলে কার্য্যে পরিণত হইত—একমাত্র ইহাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এবং উহাই হিসাব ও বিচারাধীন হইবে।

১৮৯৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ - فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ -

অর্থাৎ কোরআন পাকে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ ও মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন—এই শ্রেণীর আয়াতসমূহই পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যস্থল। পক্ষান্তরে আর কিছু আয়াত আছে যাহার অর্থ বা মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন নহে। যাহাদের অন্তঃকরণ ও বিবেক-বুদ্ধি বক্র তাহারা লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ঐরূপ আয়াতগুলির কোন একটা অর্থ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ঐ শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনেই পড়িয়া থাকে। (ছুরা আলে-এম্‌রান—৩পাঃ ৯রুঃ)

এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহাদিগকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতের পিছনে লাগিয়া থাকিতে দেখ তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখ—তাহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা বক্র বুদ্ধি-বিবেকধারী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ, মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপে বা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্ট ও স্থিরকৃত হইয়া আছে। মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন যাহা পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য তাহা এই শ্রেণীর আয়াত সমূহের মধ্যে রহিয়াছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ কোরআন এই শ্রেণীরই। অবশ্য গুটি কয়েক আয়াত এই শ্রেণীরও রহিয়াছে (১) যাহার সঠিক অর্থ আল্লাহ বা আল্লার রসুল ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই। যেমন, কোন কোন ছুরার আরম্ভে বিচ্ছিন্ন হরফ সমূহ যথা—আলিফ-লাম-মীম। (২) অথবা শব্দার্থ জানা থাকিলেও নির্দ্ধারিতরূপে উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহ বা আল্লার রসুল কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয় নাই, মানব জ্ঞানেও উহা স্থির করা সম্ভব নহে। যথা, আল্লাহ তায়ালার জন্য يد—ইয়াদ্‌ যাহার শাব্দিক অর্থ "হাত" استوا على العرش শাব্দিক অর্থ "আরশের উপর উপবিষ্ট" ইত্যাদি বিষয়-বস্তু পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে এবং ঈসা (আঃ) সম্পর্কে كلمة الله—কলেমাতুল্লাহ, শাব্দিক অর্থ "আল্লার কলেমা" উল্লেখ আছে। এই ধরণের কতিপয় বিষয়-বস্তু কোন কোন আয়াতে উল্লেখ আছে

যাহার একটা সাধারণ শব্দার্থ জানা গেলেও সঠিক তাৎপর্য্য স্থিরকৃত নাই। এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির সঙ্গে মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন মোটেই বিজড়িত নহে। ইহার সংখ্যাও অতি সামান্য, এতদসত্ত্বেও বক্র বুদ্ধি-বিবেকীরা এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনে লাগিয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহ যাহা পবিত্র কোরআনের প্রায় সমগ্র অংশ এবং মানবের জীবন-ব্যবস্থা ও তাহার কল্যাণ ও পরিত্রাণ উহারই সঙ্গে বিজড়িত, তাহারা উহার আমল ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে না—ইহাই তাহাদের পরিচয় ও প্রমাণ যে, তাহাদের উদ্দেশ্য পবিত্র কোরআনকে আয়ত্ত করা নয়, বরং তাহাদের উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং অনধিকার চর্চ্চারূপে ঐ আয়াতের কোন একটা অর্থ দাঁড়া করান, অথচ উহার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন।

আলোচ্য হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মৎকে ঐ ধরণের লোক হইতেই সতর্ক করিয়াছেন—যেন তাহাদের কথা-বার্ত্তা ও যুক্তি-তর্কের প্রতি কর্ণপাত না করা হয়, তাহাদের ফাঁদে পা না রাখা হয়;

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করা বিধেয় তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছেন।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ - وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

"এই শ্রেণীর আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন। পাকা পোক্তা আলেম ও জ্ঞানীগণ (প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া শুধু সম্ভবরূপে কোন অর্থ ও তাৎপর্য্যের দৃষ্টান্ত দাঁড় করিতে সক্ষম হইলে তাহা করিয়াও এবং ঐরূপ সক্ষম না হইলে অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহারা) এই ঘোষণা দিয়া থাকেন যে, ইহা আল্লার কালাম। যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ ইহা নাযেল করিয়াছেন আমরা উহার উপর পূর্ণরূপে ঈমান আনিলাম—কোরআনের সমুদয় অংশই আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে।"

১৮৯৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আবী মোলায়কাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোন এক গৃহে দুইটি নারী মালা গাঁথিতেছিল। হাঠৎ তাহাদের একজন চিৎকার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতের মধ্যে সূচ বিদ্ধ ছিল এবং সে তাহার অপর সঙ্গিনীর উপর দাবি করিতে ছিল (যে, সে-ই এই কাজ করিয়াছে। তথায় অন্য কোন লোক উপস্থিত না থাকায় সাক্ষী ছিল না।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাহাবীর সম্মুখে এই ঘটনার বিচার পেশ করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকদের দাবি-দাওয়া যদি শুধু তাহাদের মুখের কথার উপর মানিয়া লওয়া হয়, তবে তাহারা পরস্পর একে অন্যের জান-মাল বিনা বাধায় হরণ করিতে সক্ষম হইবে, (সুতবাং দাবীর সঙ্গে সাক্ষী অবশ্যই হইতে হইবে, সাক্ষী না থাকিলে বিবাদীকে কসম খাইয়া দাবী খণ্ডন করার সুযোগ দিতে হইবে। এই ঘটনায় যেহেতু সাক্ষী নাই, তাই বিবাদিনীকে কসম দেওয়া হইবে। সে যাহাতে মিথ্যা কসম না করে সেজন্য) তাহাকে মহান আল্লাহ তায়ালার (যাঁহার নামে কসম খাইতে হইবে) আজাবের ভয় স্মরণ করাও এবং মিথ্যা কসমের ভয়াবহ পারিণতির যে সতর্কবাণী পবিত্র কোরআনে আছে তাহাও তাহাকে পড়িয়া শুনাও—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"নিশ্চয় যাহারা আল্লার নামের শপথ ও আ'হ্‌দ করিয়া (মিথ্যা দাবির মাধ্যমে) হীন মূল্যের দুনিয়ার কোন স্বার্থ সিদ্ধি করিবে আখেরাতে তাহারা কোন মঙ্গলেরই ভাগী হইবে না এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সঙ্গে কোন কথাই বলিবেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না এবং (তাহাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পরিচ্ছন্নও করিবেন না, ফলে তাহারা ভয়ানক কষ্টদায়ক আজাব ভোগ করিতে থাকিবে।" (৩ পারা ১৬ রুকূ)

উপস্থিত লোকগণ বিবাদীনীকে আল্লার ভয় স্মরণ করাইয়া এবং উক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইয়া কসম খাইতে বলিলে সে মিথ্যা কসম পরিহার করিয়া বাদিনীর দাবি স্বীকার করিয়া নিল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, সাক্ষ্যের সুযোগ না হইলে কসমের সাহায্যেও সত্য প্রকাশ হইয়া যায়; এই জন্যই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাদীর পক্ষে সাক্ষী না থাকিলে) বিবাদীর উপর কসম প্রবর্ত্তিত হইবে।

১৮৯৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"(হে মোহাম্মদের (দঃ) উম্মৎ বা দল !) তোমরা সর্ব্বোত্তম দল ; বিশ্বমানবের পক্ষেও তোমরা উত্তম ; তোমরা মানব সমাজকে ভাল পথে পরিচালিত করিয়া থাক এবং মন্দ পথে বাধা দিয়া থাক।" (৪র্থ পারা ৩ রুকু)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, ইসলামের কর্ম্ম-সূচী জেহাদ ফীছাবিলিল্লাহ্ মোহাম্মদী উম্মৎ বা দলের উত্তমতারই অন্তর্ভুক্ত। এই জেহাদের মাধ্যমে মোসলমানগণ (কাফের জাহান্নামী) লোকদেরে গলায় শিকল দিয়া আনে, অতঃপর ঐ লোকগণই স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করিয়া নেয় (এবং বেহেশতের অধিকারী হয়।)

ব্যাখ্যা—জেহাদ সম্পর্কে বহু সমালোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু আবু হোরায়রা (রাঃ) যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কর্ম্ম-সূচীটিও অতি উত্তম। যেমন ভাঙ্গা হাত-পা নির্ম্মমভাবে প্লাষ্টার করিয়া উহাতে আবদ্ধ রাখা হয়—এই প্লাষ্টার কর্ম্ম-সূচী যে, একটি উত্তম কর্ম্ম-সূচী তাহাতে সন্দেহ আছে কি ? তদ্রূপ ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততিগণকে যে, নামায-রোযা ইত্যাদি ভাল কার্য্যর জন্য তাম্বিহ-তাকিদ করিতে হয় তাহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা শাস্তি মূলক আইন বলে মোসলমানদিগকে শরীয়তের পাবন্দী করান—ইহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, حسبنا الله ونعم الوكيل হাছ্বু-নাল্লাহু ওয়া-নে'মাল্ ওয়াকীল—"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্ব্বোত্তম কার্য্য-সমাধাকারী" এই মহান বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডলিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ বিপদকালে বলিয়াছিবেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) (এবং তাঁহার ছাহাবীগণ) ওহোদের ভয়াবহ বিপদ কালে বলিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ এই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে ঃ—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের খোদা-ভক্ততার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করিয়া আলাহ তায়ালা বলিতেছেন—"যখন প্রোপাগাণ্ডাকারী দল মোসলমানগণকে এই বলিয়া ভয় দেখাইল যে, মক্কাবাসী লোকগণ-(যাহারা তোমাদিগকে ওহোদ রণাঙ্গনে ভয়ানকরূপে ঘায়েল করিয়া গিয়াছে সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালীরা তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার পরিকল্পনা লইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া চল।

(এই হুম্‌কি মোসলমানদের ভীতির কারণ হইল না, বরং) তখন মোসলমানগণের ঈমানী বল অধিক বাড়িয়া গেল। তাঁহারা এই বলিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন যে, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কার্য্য-সমাধাকারী।"

ব্যাখ্যা ঃ— বিপদের সময় এই মহান বাক্যটির জপনা উত্তম। মুখে জপার সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তার ধ্যানকে সুদৃঢ় করিবে এবং কার্য্যেও খোদা-ভীরুতা খোদা-ভক্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপে উল্লেখিত বাক্যের পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে।

১৮৯৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদল মোনাফেক লোক এই ধরনের ছিল যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও জেহাদে বাহির হইলে তাহারা টালবাহানা করিয়া পিছনে থাকিয়া যাইত। এবং চাতুরী করিয়া পিছনে রহিয়া গেল, তদ্দরুণ তাহারা খুব স্ফুর্ত্তি করিত। অতঃপর নবী (দঃ) জেহাদ হইতে বাড়ী ফিরিলে তাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের মিথ্যা বাধা-বিঘ্নের ফিরিস্তি পেশ করিত এবং মিথ্যা কসম করিত (যে, এই সব বাধা-বিঘ্নের দরুনই আমরা যাইতে পারি নাই, নতুবা আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিতেছিল ;) এইরূপ মিথ্যা ভান করিয়া তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রশংসা লাভের আশা করিত।

সেই মোনাফেকদের গোপন অবস্থা ও তাহাদের পরিণতি ব্যক্ত করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"যাহারা নিজেদের চাতুরী জনিত কার্য্যের উপর আনন্দিত হইয়া থাকে এবং মিথ্যা ভান করিয়া উহার উপর প্রশংসা লাভের আশা করে। মনে করিও না, তাহারা (তাহাদের গোপন অপকর্ম্মের) আজাব হইতে রেহায়ী পাইবে। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাহারও কোন চালাকি বজ্জাতি গোপন হের-ফের খাটিবে না। উহার পরিণতি হইতে রেহায়ী পাওয়া যাইবে না ; আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরের অবস্থাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত আছেন। উল্লেখিত হাদীছের তথ্যটি উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

১৮৯৮। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً -

আর যদি তোমাদের কাহারও ভয় হয়, এতীম মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে না, সে ক্ষেত্রে (এতীমকে অব্যাহতি দিয়া) অন্য মেয়ে বিবাহ কর—দুইজন, তিনজন এবং চারজন পর্য্যন্ত করিতে পার, কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া আশঙ্কা কর তবে শুধু একজনের উপর ক্ষান্ত হও।" (৪ পারা ১২ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন এতীম মেয়ে কোন মুরব্বির লালন-পালনে থাকে, মেয়েটি (উত্তরাধিকার সূত্রে) ঐ মুরব্বির ধন-সম্পত্তির মধ্যে অংশীদার এবং সুশ্রী ও রূপবতী, তাই সেই মুরব্বি নিজেই (বা তাহার ছেলের সঙ্গে বা অন্য কোন নিজের লোকের সঙ্গে) মেয়েটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়, কিন্তু অন্য লোক তাহাকে যে পরিমাণ মহর দিবে সেই পরিমাণ মহর সে তাহাকে দিতে চায় না।

এইরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল করিয়া আল্লাহ তায়ালা সেই মুরব্বিকে নিষেধ করিয়াছেন—ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মহর না দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। বরং এই অবস্থায় তাহাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, সে ঐ এতিম মেয়ে ভিন্ন অন্যত্র নিজের খাহেশ মোতাবেক কোন মেয়েকে বিবাহ করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এতিম মেয়েদের সম্পর্কে উক্ত নিষেধাজ্ঞা নাযেল হওয়ার কিছু দিন পর পুনরায় কতিপয় লোক উক্ত কড়াকড়ির কিছুটা শিথিলতার আশায় রসুলুল্লার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (ঐ শ্রেণীর) মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, "তাহারা আপনার নিকট (এতীম) মেয়েদের সম্পর্কে মছ্আলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ঐ মেয়েদের (মহর মিরাস ইত্যাদি) সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশই এখনও দিতেছেন (যে, তাহাদের মিরাস পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে হইলে অন্যের ন্যায় তোমাকেও পূর্ণ মহর দিতে হইবে)। এতদ্ভিন্ন কোরআনের কতিপয় আয়াত যাহা সর্ব্বদা তোমাদের পড়া-শুনার মধ্যে আসিতেছে সেই আয়াত সমূহও তোমাদিগকে (পূর্ণ মিরাস ও মহর আদায় করার) মছ্আলাহ শুনাইয়া আসিতেছে—ঐ এতীম মেয়েদের সম্পর্কে যাহাদিগকে সাধারণতঃ তোমরা (ধন-সম্পদ ও রূপশ্রীর দিক দিয়া পছন্দ হইলে বিবাহ করিয়া থাক, (কিন্তু তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হক তাহাদেরে দেওনা (এই যুক্তিতে যে, তাহারা ও আমরা ত পরস্পর আপন জন।) অথচ (ধন ও রূপে কম হইলে) তাহাকে বিবাহ করা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখ, (তখন তোমাদের মনে এই সহানুভূতি জাগেনা যে, তাহারা ত আমাদেরই আপন জন; আমরাই তাহাকে রাখিয়া নেই।) (৫ পারা ১৫ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতীম মেয়েগণ ধনে ও রূপে কম হইলে তাহাদিগকে নিজ বিবাহে রাখা হয় না এবং তাহাদের প্রতি আপন বলিয়া দরদ দেখানো হয় না। সুতরাং যখন তাহারা ধনে ও রূপে পরিপূর্ণ হয় তখন আপন হওয়ার দোহাই দিয়া মহর পুরাপুরি না দিয়া বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

১৮৯৯। হাদীছ ঃ- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত—

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا -

"মিরাসের ধন-সম্পদ ভাগ-বন্টন করাকালে আত্মীয়-স্বজন ও এতীম-মিছকিনগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে উহার কিছু অংশ দান কর এবং কটূক্তি না করিয়া নরমভাবে তাহাদিগকে কথা বল।" (ছুরা নেছা—৪ পারা ১২ রুকু)

এই আয়াতের আদেশটি মনছুখ বা রহিত হয় নাই, এখনও উহা বলবৎ আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—বাগানের ফল সংগ্রহ করা পুকুরের মাছ ধরা ইত্যাদি উপলক্ষে দেশপ্রথারূপেও পাড়াপ্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে কিছু অংশ দেওয়ার রীতি আছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও ইহা বেশ প্রচলিত ছিল, অবশ্য বর্ত্তমান অমঙ্গলের যুগে ইহা শিথিল হইয়া চলিয়াছে। আলোচ্য আয়াতের আদেশটি ঐ শ্রেণীর

সহানুভূতিসূচক প্রথারই অন্তর্ভুক্ত। জগতে সহানুভূতির দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে উক্ত আয়াতের আদেশটিকে মনছুখ বলা হইল; উহার প্রতিবাদেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য মিরাসের মালিক নাবালেগ উত্তরাধিকারীগণের অংশ হইতে ঐরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের অধিকার কাহারও নাই; সে ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর উপস্থিতবর্গকে নরমভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবে।

১৯০০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ) সমভিব্যাহারে পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। ঐ সময় আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম; হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং অজু করিয়া আমার উপর অজুর পানির ছিটা দিলেন। তাহাতে আমার হুস ফিরিয়া আসিল। (তখনও মিরাসের বিধান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাই) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে কি করিব? তখন মিরাস বন্টনের আয়াত নাযেল হইল। (৪ পারা ১৩ রুকু)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ......

১৯০১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অন্ধকার যুগে এই নীতি ছিল যে, কোন মানুষ মারা গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার স্ত্রীরও অধিকারী হইত। সেই স্ত্রী বা তাহার মুরব্বিগণের মতামত ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকারীগণের কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়া রাখিত বা কাহারও নিকট বিবাহ দিয়া দিত বা বিবাহ হীন অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া দিত। সেই কুনীতি রদ করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ

لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জায়েয নহে, নারীদের উপর জবরদস্তি মূলক উত্তরাধিকার স্বত্ব স্থাপন করা। আর তাহাদিগকে প্রদত্ত মালের কিছু অংশ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।" (৪ পারা ১৩ রুকূ)

১৯০২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমাকে কোরআন পাক পড়িয়া শুনাও ত! আমি আরজ করিলাম, আমি আপনাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইব? অথচ আপনার উপরই কোরআন নাযেল হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার মনে চায় অন্যের মুখে কোরআন শুনিতে। সেমতে আমি

ছুরা নেছা পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলে হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, থাম। তখন আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চোখ হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতেছে। সেই আয়াতটি এই—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا -

"কি উপায় হইবে তখন! যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের সম্মুখে (তাহাদের আল্লাহ-দ্রোহিতার উপর তাহাদের নবীগণকে) সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকে (আপনার যুগের) এই নাফরমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। (রাজ-সাক্ষী--নবীগণের বিবৃতি দ্বারা খোদাদ্রোহীগণের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা তখন শাস্তি ভোগে বাধ্য হইয়া পড়িবে।) যাহারা খোদাদ্রোহী ও রসুলের নাফরমান ছিল তাহারা সেই সময় এই আকাঙ্খা করিবে—তাহাদিগকে যদি মাটির সহিত বিলীন করিয়া দেওয়া হইত! (আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্মুখে ঐ দিন এমনভাবে সাক্ষী-সাবুদ পেশ করিবেন যে,) তাহারা কোন একটি কথাও গোপন রাখিতে পারিবে না। (ছুরা নেছা—৫ পারা ৩ রুকু

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত আয়াতে হাশর-ময়দানের একটি বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অপরাধী লোকদের নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরতের অপরাধী উম্মতগণের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাঁহাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। এই সব বিবরণে নবী নিজকে সামলাইতে পারেন নাই, তাই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

১৯০৩। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -

"যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম। তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও লা'নৎ হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা অতি বড় আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াত সম্পর্কে লোকদের মতভেদ হইল (যে, মোসলমানকে হত্যাকারী মোসলমান হইলেও চিরকালের জন্য দোযখী হইবে—এই মর্ম্মে উক্ত আয়াতের বিবরণ মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে, না—বহাল রহিয়াছে?) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে এই আয়াতই শরীয়তের সর্ব্ব শেষ সিদ্ধান্ত, অতঃপর ইহার পরিবর্ত্তনকারী অন্য কোন আয়াত নাযেল হয় নাই।

১৯০৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দারুল-হরব তথা শত্রুদেশের কোন অঞ্চলে এক ব্যক্তি এক দল বকরি নিয়া যাইতেছিল। তথায় উপস্থিত মোসলমান সৈনিকগণ তাহাকে পাকড়াও করিতে গেলে সে (তাহার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশার্থে) তাহাদিগকে "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিল। মোসলমান সৈনিকগণ (তাহার সালাম করাকে জান-মাল বাঁচাইবার বাহানা মনে করতঃ তাহাকে কাফের ভাবিয়া) হত্যা করিল এবং তাহার বকরি দল হস্তগত করিল। এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا - وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ - كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

„হে মোমেনগণ! তোমরা জেহাদের পথেও (অর্থাৎ যুদ্ধাঞ্চল এলাকায়ও কোন কাজ করিতে) খুব সতর্কতা অবলম্বন করিও। কোন ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে (যে কোন আকারে) আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহা এই বলিয়া উড়াইয়া দিও না যে, (তুমি জান বাঁচাইবার জন্য ইহা করিয়াছ,) তুমি মোসলমান নও। (মনে হয় যেন) তোমরা ক্ষণস্থায়ী জেন্দেগীর সম্পদ (বকরি দল) হস্তগত করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। তোমাদের বুঝা উচিৎ, আল্লাহ তায়ালার বিধান মোতাবেকই বহু গণিমত ও ধন-সম্পদ লাভ করার সুযোগ তোমাদের জন্য রহিয়াছে। ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে অবশ্য তোমরা এরূপই ছিলে (যে, জাগতিক ধন-সম্পদের জন্য বিনা দ্বিধায় মানুষ খুন করিয়া ফেলিতে,) কিন্তু (ন্যায় ও শান্তির বাহক ইসলাম তোমাদিগকে দান করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করিয়াছেন। অতএব এখন (আর তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় উশৃঙ্খলরূপে চলিও না,) সতর্কতা

অবলম্বন করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কার্য্যের খবর রাখেন। (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—কাহাকেও হত্যা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তাহার বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বিচার একমাত্র আল্লাহই করিবেন। কারণ, তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, অন্য কেহ সঠিকরূপে তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং প্রাণে বধ করিয়া ফেলার ন্যায় এত বড় কাজের ফয়ছালা উহার উপর অন্য কেহ করিতে পারে না।

১৯০৫। হাদীছ ঃ—জায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লেখাইলেন—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"যে সমস্ত মোমেন ঘরে বসিয়া জীবন কাটায় তাহারা এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করে তাহারা—উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না।"

যখন হযরত (দঃ) আমাকে এই আয়াতটি লেখাইতে ছিলেন, সেই সময় (অন্ধ ছাহাবী) আবদুল্লা ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (এই আয়াতে জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয়—এমন ব্যক্তির সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহার মর্য্যাদা কম বলা হইয়াছে। আমিও ত গৃহে বসিয়া থাকি, অন্ধ হওয়ার কারণে জেহাদে যাইতে পারি না।) কসম খোদার—যদি আমি জেহাদে যাইতে সক্ষম হইতাম (—আমার চক্ষু ভাল থাকিত) তবে নিশ্চয় আমি জেহাদে আত্মনিয়োগ করিতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন, তাই এই আক্ষেপ ও অনুতাপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালা অহী নাযেল করিলেন। অহী নাযেল হওয়া অবস্থায় হযরতের উরু আমার উরুর উপর ছিল। উহা এত অধিক ভারী মনে হইতে ছিল যেন আমার উরু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কিছু সময় পরেই সেই অবস্থা দূর হইয়া গেল। এইবার উক্ত আয়াতটি এইরূপে নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"মোমেনগণের মধ্যে যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে, অথচ কোন অক্ষমতার কারণে নহে এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে তাহারা উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না। (ছুরা নেছা—১৩ পারা ৫ রুকু)

এইবার "غير اولى الضرر—অক্ষমতার কারণে নহে" বাক্যটি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল; অন্ধ-খঞ্জ ইত্যাদি অক্ষমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া।

১৯০৬। হাদীছ ঃ— মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (সিরিয়ার অধিপতির বিরুদ্ধে যখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কায় স্বীয় খেলাফৎ কায়েম করিলেন তখন তিনি সিরিয়াস্থ শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে) মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে এক দল যোদ্ধা—নির্ব্বাচন করা হইল। তাহাদের মধ্যে আমার নাম লেখা হইল। (সিরিয়ার মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে মনে দ্বিধাবোধ হইতেছিল,) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশিষ্ট শাগের্দ ও খাদেম একরেমাহ্ (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ঘটনা বলিলাম। তিনি আমাকে এই যুদ্ধে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন এবং (যুদ্ধ না করিয়া শুধু দলের সঙ্গে থাকিবার উদ্দেশ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ—তাহা বুঝাইবার জন্য) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। হাদীছটি এই—

কিছু সংখ্যক লোক মক্কায় ইসলামাবলম্বী ছিল, তাহারা (হিজরত করে নাই,) মোশরেকদের সঙ্গেই থাকিত। এমনকি, মোশরেকগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোকাবিলায় যুদ্ধে আসিলে বাধ্য হইয়া ঐ গোপন ইসলামাবলম্বীগণও মোশরেকদের দলভুক্ত হইয়া আসিত। (মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু) তাহাদের দ্বারা মোশরেকদের দল ভারী দেখাইত। এমতাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে আকস্মিক তীর বা তরবারির আঘাতে ঐ শ্রেণীর কোন ইসলামাবলম্বী নিহত হইত। তাহাদের সম্পর্কে এই সুদীর্ঘ আয়াতটি নাযেল হইল—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ - قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ - قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا - فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ - وَسَاءَتْ مَصِيرًا...

অর্থ—নিশ্চয় জানিও, যে সমস্ত লোকদের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতার উপস্থিতি এমন অবস্থায় হয় যে, তাহারা (হিজরত না করিয়া) নিজেদেরকে গোনাহগার সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাদিগকে ঐ ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা তদুত্তরে বলে, আমরা

স্বীয় দেশে পরাভূত দুর্ব্বল ছিলাম (তাই দ্বীনের অনেক কাজই আমরা করিতে সুযোগ পাই নাই)। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, খোদার সৃষ্ট জগৎ কি প্রশস্ত ছিল না? (ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া) তুমি অন্যত্র (যথায় তুমি আল্লার দ্বীন অনুযায়ী চলিতে সক্ষম হইতে) চলিয়া যাইতে? (তখন তাহারা নিরুত্তর হয় এবং তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়)। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে যাহা অতিশয় নিকৃষ্ট স্থান। অবশ্য বালক, নারী, অক্ষম পুরুষ—এই শ্রেণীর দুর্ব্বল লোকগণ যাহারা উপায়হীন এবং হিজরতের পথ অবলম্বনে অক্ষম তাহাদের সম্পর্কে আশা করা যায়, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল। যে কেহ আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করিবে নিশ্চয় সে সৃষ্ট জগতে অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা অনেকেই পাইবে। (৫ পারা ১১ রুকু)

ব্যাখ্যা—কোন কোন হাদীছে এই বিষয়ের আরও একটু বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মক্কায় এক দল লোক গোপনে গোপনে ইসলাম কবুল করিয়াছিল, (কিন্তু প্রকাশ্যে কাফেরদের সঙ্গেই থাকিত)। বদরের যুদ্ধের দিন কাফেররা তাহাদিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে দলভুক্ত করিয়া নিয়া আসিল এবং তাহাদের কেহ কেহ তথায় নিহত হইল। সেই নিহতদের পক্ষে ছাহাবীগণ বলিলেন, উহারা ত মোসলমানই ছিল; জবরদস্তিমূলক তাহাদিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বাহির করা হইয়াছিল—এই বলিয়া তাঁহারা তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযেল হইল।

মোসলমানগণ এই আয়াতটি লিখিয়া ঐ শ্রেণীর অবশিষ্ট লোকদের নিকট মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে না। এই সংবাদ পাইয়া ঐ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক মক্কা ত্যাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কাফেরগণ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং নির্য্যাতন করিল। তাহারা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গেল, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযেল হইল—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ـ

"কোন কোন লোক দাবি করিয়া থাকে, আমরা আল্লার উপর ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর যখন আল্লার রাস্তায় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন লোকদের দ্বারা প্রাপ্ত কষ্টকে আল্লার আজাবের সমান দেখে। (আল্লার আজাবের পরওয়া না করিয়া মানুষের দেওয়া কষ্ট-যাতনায় ইসলাম ত্যাগ করে। নতুবা আল্লার আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য চরম নির্য্যাতনেও ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিত)।" (২০ পাঃ ১ রুঃ)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও লিখিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতে ঐ শ্রেণীর লোকগণ খুবই চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইল। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

"অবশ্য যাহারা নির্য্যাতনের পর হিজরত করিবে, তারপর সেই পথে সকল প্রকার বাধা-বিঘ্নের মোকাবিলা করিয়া চলিবে এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে—এই সব কার্য্য করিলে তোমাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে ক্ষমাশীল দয়াবান হইবেন।" (১৪ পারা—২০ রুকু)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও মক্কায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে তাহারা আশার আলো পাইয়া হিজরত করিল। এইবারও কাফেররা তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে আসিলে, তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হইল। কেহ কেহ শহীদ হইলেন, কেহ কেহ বাঁচিয়া চলিয়া আসিলেন। (ফৎহুলবারী ৮—২১২)

এই উপলক্ষে আরও একটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে—(ইসলামী জেন্দেগী মোতাবেক চলা যায় না এমন পরিবেশ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া না আসার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হইলে পর এক বৃদ্ধ যিনি ইসলাম কবুল করিয়া মক্কায়ই রহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি উক্ত আয়াতের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিলেন, যথা সত্বর খাটিয়ার উপর বিছানা কর। আমি উহার উপর শুইব এবং তোমরা আমাকে কাঁধে উঠাইয়া (মদীনায়) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাহাই করা হইল এবং মক্কা হইতে যাত্রা করা হইল। মক্কা হইতে আড়াই মাইল দুরে তান্‌য়ী'ম নামক স্থানে পৌঁছিলে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল। তাঁহারই ঘটনা বিবরণ দানে আলোচ্য আয়াত সংলগ্ন এই আয়াতটি নাযেল হইল—

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করতঃ নিজ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তারপর মৃত্যু আসিয়া যায়, তাহার পূর্ণ ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে; আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (৫ পারা ২১ রুকু)

১৯০৭। হাদীছ ঃ—আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের নিকট বসিয়াছিলাম, তথায় বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ) পৌঁছিলেন এবং সালাম করিলেন। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, এমন লোকদের মধ্যেও মোনাফেকী সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোক পরিগণিত ছিলেন।

এই কথার উপর আসওয়াদ (রঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ— إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "নিশ্চয় মোনাফেকরা দোযখের সর্ব্বাধিক গভীরতার তলদেশে থাকিবে।" (অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোকদের যদি ঐরূপ অবস্থা হয় তবে আমাদের কি হইবে?

অতঃপর হোজায়ফা (রাঃ) স্বয়ং তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিল (এই দিক দিয়া যে, তাঁহারা নিজ চোখে স্বয়ং আল্লার রসুলকে দেখিয়াছিলেন, রসুলের কথা শুনিয়াছিলেন, রসুলের ছোহবৎ ও সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন) এই ধরণের কোন কোন লোককেও মোনাফেকী স্পর্শ করিয়াছিল। অবশ্য তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করিয়া পূর্ব্বের মর্ত্তবার অধিকারী করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে স্বীয় দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের উপর অভয় হওয়া চাই না। সর্ব্বদা সতর্ক থাকা চাই যেন মোনাফেকী ইত্যাদির ন্যায় কোন রোগ তাহাকে স্পর্শ করিয়া না বসে।

১৯০৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ যদি বলে যে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত প্রচারের কোন বিষয় গোপন রাখিয়াছেন তবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ -

"হে রসুল! আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারের জন্য যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার সবটুকুই আপনি প্রচার ও প্রকাশ করিয়া দিবেন। যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি পরওয়ারদেগারের পয়গাম পরিবেশনকারী —রসুল হওয়ার কর্ত্তব্য পালনকারী সাব্যস্ত হইবেন না।" (৬ পারা ১৪ রুকু)

অর্থাৎ এই কড়া আদেশ থাকিতে কি হযরত (দঃ) কোন বিষয় গোপন রাখিবেন?